কবির চিঠি কবিকে

বুদ্ধদেব বসুর অপ্রকাশিত চিঠি নরেশ গুহকে

চিঠি ১

৫ জানুয়ারি ১৯৪৯

কল্যাণীয়েষু,

তোমার এ-কবিতায় তুমি যে-অসংবদ্ধতার পথ নিয়েছো, সে-পথ ভয়াবহ। আজকালকার অনেক বাঙালি কবির— ইংরেজ কবিরও— এ-পথেই অপঘাত ঘটেছে এবং ঘটছে। মহাকবিদের দুর্বলতাগুলোরই অনুকরণ সহজ; যেমন এককালে রবীন্দ্র-প্রভাবে মিঠে-মিঠে পদ্যে বাংলাদেশ ছেয়ে গিয়েছিলো, তেমনি এখন পাউণ্ড[১]-এলিঅটের[২] দৃষ্টান্তে অসংলগ্ন অর্ধোচ্চারণে সমস্ত ইংরেজি-জানা পৃথিবী ছেয়ে যাচ্ছে।

'ও-পথে চোরকাঁটা সখি তায় ব'লে দিয়ো।'

আমি অন্তত তোমাকে নিজের বাগানই চাষ করতে বলবো। হোক ছোটো, হোক স্বল্প, তবু তো বাগান, কাঁটাবন নয়। তোমার স্বকীয় যে-বিষণ্ণ মধুর সুর, সেটাকে 'Surface sweetness' বলে অবজ্ঞা কেন করবে? সেটাতেই ক্রমবিকাশের ক্ষেত্র ধীরে-ধীরে আবিষ্কার করতে হবে তোমাকে, আরো গভীর সুর, আরো ব্যাপ্ত দৃষ্টি। স্বভাবকে অতিক্রম ক'রে মানুষ কিছুই করতে পারে না। সিদ্ধির প্রথম সোপান চিরকালই নিজেকে জানা। মানুষ যা-কিছু করে — শিল্পের ক্ষেত্রে কি জীবনের ক্ষেত্রে— সবই তার নিজের সঙ্গে মিলিয়ে করলে তবেই সেটা সার্থক। প'ড়ে দেখো Dubliners[৩]। ইংলণ্ডের আয়র্লণ্ডের প্রত্যেক প্রকাশক প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই বই। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে যখন ছাপা হলো, এক দেশপ্রেমিক আইরিশ ভদ্রলোক সমস্ত কপি কিনে পুড়িয়ে ফেললেন। ইংরেজি গদ্যসাহিত্যে সে-সময়ে কিপলিং[৪] ওএলস[৫] ইত্যাদির তুমুল হৈ-চৈ। কিন্তু জয়েস[৬] কখনো তাঁদের মতো লিখতে চেষ্টা করেননি। শিল্পী হওয়া সহজ না, নরেশ; অনেক দুঃখের জন্য তৈরি হতে হয়। ধ'রে নিতে হবে যে কেউ তোমার কথা শুনবে না, সমস্ত পৃথিবী তোমার বিরুদ্ধে, কিংবা উদাসীন; আর তার পরেও তাঁর কলম চলে, তাঁকেই বলবো শিল্পী, স্রষ্টা।

দুটো P.E.N.[৭] পত্রিকা তোমাকে পাঠালাম।

আগামী শনিবার রুমির[৮] জন্মদিন। সন্ধ্যাবেলা এসো। আশা করি তোমার সর্দি সেরেছে। Horizon, Poetry হ'য়ে থাকলে নিয়ে এসো।

বুদ্ধদেব বসু

টীকা :

১. পাউণ্ড (এজরা পাউণ্ড, ১৮৮৫-১৯৭২)— আমেরিকান কবি ও সমালোচক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'A Lume Spento' (১৯০৮)। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো : 'Personae' (১৯০৯), 'Canzoni' (১৯১১), 'Ripostes' (১৯১২), 'Lustra' (১৯১৬) 'The Pisan Cantos' (১৯৪৮) ইত্যাদি। দেশত্যাগী এই কবি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সালে ইতালিতে মার্কিন সৈন্যদলের হাতে বন্দী হন। পিসা'য় তিন সপ্তাহ বন্দী থাকেন। কিছুদিন পরে তাঁকে নিয়ে আসা হয় আমেরিকায়, ওয়াশিংটনের সেন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের আরোগ্যভবনে। Howard's Hall-এ বন্দী থাকবার পর ১৯৪৭ এর

শেষ দিকে তাঁকে Chestnut ward-এ স্থানান্তরিত করা হয়। এখানেই ১৯৫৮ সাল অবধি বন্দী ছিলেন। এই আরোগ্যভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী ও পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসু। 'কবিতা' পত্রিকায় (বর্ষ ১৪, সংখ্যা ২, আশ্বিন ১৩৫৫) পাউণ্ড ও অমিয় চক্রবর্তীর সাক্ষাতের বিবরণ ('এজরা পাউণ্ডের কবিতার দরবারে পত্রাঘাত') প্রকাশিত হয়েছিল। পরের সংখ্যায় (চৈত্র ১৩৫৫) বুদ্ধদেব লিখেছিলেন 'পাউণ্ড প্রসঙ্গে আরো'। প্রসঙ্গত, বুদ্ধদেব বসু আরো অন্য একটি চিঠিতে (পিটাসবার্গ, ১৯.৯.৫৩) নরেশ গুহকে জানিয়েছিলেন : ওয়াশিংটনে পাউণ্ডের সঙ্গে দেখা করেছি....আমার ধারণা ছিলো, পাউণ্ড রোগা ছিপছিপে মানুষ—তা তো নয়, প্রকাণ্ড জোয়ান, জাহাজের কাপ্তেনের মতো দেখতে। যদিও গরম ছিল, তিনটে-চারটে উলের জামা পরে রোদ্দুরে বসে ছিলেন।...কথাবার্তায় নতুন কিছু পেলাম না'।

২. এলিঅট (টমাস স্টার্নস এলিয়ট, ১৮৮৮-১৯৬৫)— আমেরিকায় জন্ম। কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও সম্পাদক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : 'Prufrock and other observation' (১৯১৭), 'The waste land' (১৯২২), 'The Hollow Men' (১৯২৫), 'Ash Wednesday' (১৯৩০), 'Four Quartets' (১৯৪৫) ইত্যাদি। ১৯২২ সালে প্রকাশ করেন 'ক্রাইটেরিয়ন' পত্রিকা। ১৯২৭ সালে অ্যাংলিকান চার্চের সদস্য হন ও ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে পান নোবেল পুরস্কার।

৩. Dubliners — জেমস জয়েসের প্রথম গল্পের বই। পনেরোটি ছোটগল্পের সংকলন। প্রথম প্রকাশ: ১৯১৪। প্রথম প্রকাশক: Grant Richards Ltd. London। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা : ২৭৮।

৪. কিপলিং (রুডিয়ার্ড কিপলিং, ১৮৬৫-১৯৩৬)— ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক, ছোটগল্পকার ও কবি। ভারতবর্ষের মুম্বাই শহরে জন্ম। বাবা ছিলেন অধুনা মুম্বাই ও লাহোর মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ। ১৮৭১ সালে কিপলিংকে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয় ও ১৮৮২ সালে পুনরায় তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'The man who would be king' (১৮৮৮), 'The Jungle Book' (১৮৯৪), 'Kim' (১৯০১) ইত্যাদি। নোবেল পুরস্কার পান ১৯০৭ সালে।

৫. ওএলস (এইচ. জি ওএলস, ১৮৬৬-১৯৪৬)— ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক। ফেবিয়ান সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। কল্পবিজ্ঞান অবলম্বনে অনেক জনপ্রিয় উপন্যাস রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'The Time Machine' (১৮৯৫), 'The Island of Doctor Moreau' (১৮৯৬), 'The Invisible Man' (১৮৯৭) ইত্যাদি।

৬. জয়েস (জেমস জয়েস, ১৮৮২ - ১৯৪১) — আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিনে জন্ম। ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার ও কবি। গ্রন্থ : 'A Portrait of the Artist as a young man' (১৯১৬), 'Ulysses' (১৯২২) ইত্যাদি।

৭. PEN — Poets, Essayists and Novelists। ১৯২১ সালে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ বিশ্বজুড়ে এর বিস্তৃতি। প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন : 'John Galsworthy' (১৯২১-১৯৩২)।

৮. রুমি— বুদ্ধদেব বসুর কনিষ্ঠা কন্যা দময়ন্তী বসু সিং।

চিঠি ২

Pennsylvenia College for Women
Pittsburgh 32
U.S.A.

২১ অক্টোবর ১৯৫৩

কল্যাণীয়েষু,

পূর্বাশা প্রেসের কর্তৃপক্ষ তোমার সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার করেছেন, তার খবর পেয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি। সঞ্জয়বাবু[১] যাতে তোমাকে প্রীতির চোখে দ্যাখেন আমি তার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলাম— খুব সফল হয়েছি ব'লে মনে হয়নি, কিন্তু তাই ব'লে তোমাকে অপমানিত হ'তে হবে তাও আমার

ধারণা ছিলো না। এই অসম্মানে আমারও অংশ আছে, তোমাকে দুঃখ দিলে আমাকেও আঘাত করা হয়। আরো দুঃখ পাচ্ছি এই কথা ভেবে যে এই সূত্রে সঞ্জয়বাবুদের সঙ্গে আবার না আমার বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। 'কবিতা' ছাপানোর সূত্রে গেলো বছর তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল পরে পুনর্মিলিত হ'য়ে সুখী হয়েছিলাম। দুঃখের স্মৃতিগুলো মনে ক'রে রাখতে চাই না; যাদের মধ্যে বেঁচে আছি তাদের সঙ্গে যত বেশি হৃদয়ের সেতু রচনা করতে পারবো ততই বেঁচে থাকা সার্থক মনে করি। সঞ্জয়বাবুকে কিছুদিন ধ'রে দেখার পরে মানুষটার প্রতি আমার কী-রকম একটা স্নেহ জন্মে গেছে। অকৃতদার, নিঃসঙ্গ, অসুস্থ মানুষ, ঠিক প্রকৃতিস্থও নন, কবিতা লেখেন ভালো, হঠাৎ-হঠাৎ রেগে গেলেও মনের ভিতরের দিকটায় কোমলতা আছে। এই সব মনে ক'রে তুমি তাঁর উপর আক্রোশ রেখো না। হয়তো ও-রকম ব্যবহার করার পর তিনিও অনুতপ্ত হয়েছেন

তবে এর পর আর তাঁদের ওখানে 'কবিতা' ছাপা হ'তে পারে কেমন ক'রে তা তো ভেবে পাই না। তাঁরা সাগ্রহে কাজটা নিয়েছিলেন, সযত্নে ছেপে দিচ্ছিলেন— এর মধ্যে তাঁদের এবং আমাদের উভয় পক্ষেরই আনন্দ জড়িত ছিলো। এই আনন্দটাই সবচেয়ে লোভনীয়— নগদ-নগদ দাম দিয়ে যে-কোনো প্রেসেই যে-কোনো সময়ে ছেপে নেয়া যায়, কিন্তু ঐ আন্তরিক সহযোগিতাজনিত আনন্দ সর্বত্র পাওয়া যায় না। বহু পূর্বে রংমশাল প্রেসে এবং মডার্ন ইন্ডিয়া প্রেসেরও প্রথম দিকে ওটা পেয়েছিলাম। মাঝে কিছুদিন অব্যবস্থিতভাবে কাটিয়ে পূর্বাশা প্রেসে আবার যেন বন্দর পেয়েছিলাম। যাকগে— যা হবার নয় তা হবার নয়। এর পর কোথায় ছাপবে, কীভাবে চালাবে, তোমরাই ঠিক কোরো, আমি এত দূর থেকে আর কী বলবো। রেট শস্তা, ছাপা ভালো, দুটোই চাই। হাওড়ার কবি সোমনাথ একটা প্রেস খুলেছেন না?

'কবিতা' সুন্দরভাবে বেরিয়ে গেছে শুনলাম, এতদিনে হয়তো ভি. পি. ইত্যাদি পাঠিয়ে দিয়ে তুমি বিশ্রাম পেয়েছ। দেখবার জন্য উৎসুক আছি। অমিয়বাবু তোমাকে পত্রাকারে প্রবন্ধ[২] পাঠিয়েছেন, তাঁর নতুন কবিতাও পেয়েছে কিংবা শীঘ্রই পাবে। পৌষ সংখ্যার জন্য সুধীনবাবু, বিষ্ণুবাবু, জীবনানন্দর[৩] লেখা নেবে।

সুধীনবাবু একটি মালার্মে[৪] অনুবাদ করেছেন শুনে এসেছিলাম। তোমার, অরুণের[৫] নতুন লেখা দেখতে চাই— হয়তো আশ্বিনেই পেয়ে যাবো।

অমিয়বাবু মাঝে একদিনের জন্য এখানে এসেছিলেন— কয়েকটা ঘণ্টা খুব আনন্দে কাটলো। তাঁর ইচ্ছা আমি এখানে থাকতে-থাকতে বাংলা কবিতার একটি সংকলন প্রকাশের চেষ্টা করি। গোটা পঞ্চাশ প্রকাশযোগ্য অনুবাদ একত্র করতে পারলে কোনো প্রকাশককে বলে দেখা যায়। আমি নবেম্বরের শেষে ন্যুইয়র্কে যাবো, তখন এর প্রকাশের সম্ভাবনা খানিকটা বুঝতে পারবো, কিন্তু ইতিমধ্যে তুমি তোমার নিজের বা অন্যান্য তরুণ কবিদের কিছু অনুবাদ সঞ্চয় করতে পারো তো মন্দ হয় না। যে-সব কবি নিজেরা অনুবাদ করতে পারবেন না, তাঁদের নিয়েই মুশকিল।

পিটসবার্গে আমার পক্ষে উপভোগ্য বিশেষ কিছু নেই— লাইব্রেরির বই ছাড়া। একসঙ্গে কুড়ি পঁচিশখানা বইয়ের দ্বারা নিজেকে পরিবৃত করেছি, কিন্তু অনেকগুলোর এখনো পাতাও ওল্টানো হয়নি। নানারকম লেখার কল্পনা, একটু-একটু লেখা, একটু-একটু পড়া, কখনো বা খামকা চুপ ক'রে দেয়াল কিংবা মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকা— এইভাবে সময় কাটছে। তার উপর 'সহিত্যচর্চা'[৬] ইহজন্মে বেরোবে কিনা, সে-কথা ভেবেও মাঝে-মাঝে মন-খারাপ হ'য়ে যায়। সিগনেট প্রেসের এই প্রতিহিংসাপরায়ণতার অর্থ বুঝি না। দিলীপ[৭] ফিরে এলে পর যদি কোনো আশা দেখতে পাও আমাকে জানালে সুখী হবো।

আটলান্টিক মান্থলির[৮] ভারতীয় ক্রোড়পত্র রূপার দোকানে পাওয়া যাচ্ছে, হয়তো দেখেছ। আমি কবিতাভবনে[৯] এক কপি পাঠালাম।

আজ লক্ষ্মীপূর্ণিমা। আমার উচ্চপদস্থ গ্যারেট ঘরে তা ধারণা করবার উপায় নেই, কিন্তু চিন্তা

ক'রেই রোগা একটু সুখ পাচ্ছি।

বুদ্ধদেব বসু

বিজ্ঞাপনের বিল আশা করি ঠিকমতো পাঠানো হয়ে গেছে। রেট কোনটার কী-রকম, তোমাকে লিখে দিয়েছিলাম। সিগনেট প্রেসের কাছে বোধ হয় এই নিয়ে তিনটে সংখ্যা পাওনা হ'লো। আর কোন-কোনটা বাকি আছে বিল-বই দেখলে বুঝতে পারবে। এই বিষয়টার একটু হদিশ রেখো। — অঘ্রানের[১০] বই অমিয়বাবুকে দিয়েছি।

টীকা :

১. সঞ্জয়বাবু (সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ১৯০৯-১৯৬৯)— কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও সম্পাদক। কাব্যগ্রন্থ : 'প্রাচীন প্রাচী' (১৯৪৮), যৌবনোত্তর (১৯৪৮), 'অপ্রেম ও প্রেম' (১৯৫২), 'পদাবলী' (১৯৫৩) প্রভৃতি। প্রবন্ধগ্রন্থ : 'কবি জীবনানন্দ দাশ' (১৯৭০) ইত্যাদি। এছাড়া 'মরামাটি' (১৯৪১) 'বৃত্ত' (১৯৪২) সহ আরো অনেক উপন্যাস রচনা করেছেন। ১৩৩৯-এর বৈশাখ মাসে 'পূর্বাশা' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

২. অমিয়বাবু (অমিয় চক্রবর্তী, ১৯০১-১৯৮৬)— কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। কাব্যগ্রন্থ : 'খসড়া' (১৩৪৫), 'একমুঠো' (১৩৪৬), 'মাটির দেয়াল' (১৩৪৯), 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৩৫০) ইত্যাদি। গদ্যগ্রন্থ : 'চলো যাই' (১৩৬৯), 'সাম্প্রতিক' (১৩৭০), 'Modern Tendencies in English Literature' (১৯৪২) প্রভৃতি।

'মার্কিন প্রবাসীর পত্র' নামের সেই 'পত্রাকারে প্রবন্ধ' প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকায় (বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৬০)।

৩. সুধীনবাবু— কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৯৯-১৯৬০), বিষ্ণুবাবু— কবি বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), জীবনানন্দ— কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ ১৩৬০-এর সংখ্যায় (বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২) সুধীন্দ্রনাথ দত্তর অনুবাদ-ভাষ্যসহ মালার্মের 'ফনের দিবাস্বপ্ন' আর, বিষ্ণু দে-র 'যামিনী রায়ের এক ছবি' ও জীবনানন্দর 'একটি নক্ষত্র আসে'— কবিতাদুটি প্রকাশিত হয়েছিল।

৪. মালার্মে (স্টিফেন্ মালার্মে, ১৮৪২-১৮৯৮)— ফরাসি কবি ও গদ্যকার। কাব্যগ্রন্থ : 'Poesies' (১৮৮৭), প্রভৃতি। গদ্যগ্রন্থ "Divagations' (১৮৯৭) ইত্যাদি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তর অনুবাদে মালার্মের সেই কবিতাটির নাম : 'ফনের দিবাস্বপ্ন' (L'Apre's - Midi d'un Faune)।

৫. অরুণের (অরুণকুমার সরকার, ১৯২১-১৯৮০)— কবি ও প্রাবন্ধিক। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'দূরের আকাশ' (১৩৫৯), 'যাও, উত্তরের হাওয়া' (১৩৭২), অরুণকুমার সরকারের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৩৮০)। 'দ্বন্দ্ব', 'সমকালীন', 'গাঙ্গেয়' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

৬. সাহিত্যচর্চা— বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬১। প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০/২ এলগিন রোড, কলকাতা- ২০। পৃষ্ঠা : ১৯৪। প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায়। মূল্য তিন টাকা।

৭. দিলীপ— দিলীপকুমার গুপ্ত। সিগনেট প্রেসের কর্ণধার।

৮. আটলান্টিক মান্থলির ভারতীয় ক্রোড়পত্র— আমেরিকার জনপ্রিয় পত্রিকা। ১ নভেম্বর ১৮৫৭ সালে বস্টনের 'Phillip Sampsox and Company' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সম্পাদক : James Russell Lowell Circa। এই বিখ্যাত পত্রিকার, ১৯৫৩ সালের অক্টোবর সংখ্যায়, 'India Today' শিরোনামে চৌষট্টি পাতার একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে বুদ্ধদেব বসুর চারটি কবিতা (পৃষ্ঠা : ১৫০-১৫১) ও অমিয় চক্রবর্তীর 'O Business World' (পৃষ্ঠা : ১৬৯) নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রচ্ছেদে ছিল, জওহরলাল নেহেরু ও বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের ছবি। প্রচ্ছদকার :

Erne De Sauve।

৯. কবিতাভবন— 'কবিতা' পত্রিকার দপ্তর। ঠিকানা : ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিন্যু, বালিগঞ্জ, কল-২৯।

১০. অম্লান (অম্লান দত্ত, ১৯২৪-২০১০)— উত্তরবঙ্গ ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে সম্পাদনা করেছেন 'Quest' পত্রিকা। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ : 'For Democracy' (১৯৫৩)। অন্য গ্রন্থ : 'তিন দিগন্ত' (১৯৭৮), 'কমলা বক্তৃতা ও অন্যান্য ভাষণ' (১৩৯১) ইত্যাদি।

চিঠি ৫

পিটসবার্গ

১ জানুয়ারি ১৯৫৪

কল্যাণীয়েষু,

আমার ডান হাতের একটা আঙুল ব্যবহারে বহুদিন ধ'রে অসুবিধে হচ্ছিলো, কলকাতায় ডাক্তাররা কিছু হদিশ করতে পারেননি— এখানে ডাক্তার বললে অপারেশন করলেই সেরে যাবে। পরশু সেই অস্ত্রোপচার হ'য়ে গেলো. খুব ছোট্ট অপারেশন, ডাক্তার প্রথমে বলেছিলো স্থানীয়ভাবে আসাড় ক'রে নিলেই চলবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি অজ্ঞান ক'রেই নিয়েছিলো। একটা ইনজেকশন দিলে, সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। অজ্ঞান হবার এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা— উৎসুক ছিলাম না জানি কেমন, কিন্তু কিছুই বোঝা গেলো না। অপারেশনের পরে যে-সব কষ্ট হয় ব'লে শুনেছি— যথা, মাথাধরা, গা-বমি, সে-সবও কিছু হয়নি, শুধু সেই দিনটা একটা ঘুম-ঘুম আচ্ছন্নতার মধ্যে কেটেছে। এখন ভালো আছি। কাল হাসপাতাল থেকে কলেজে ফিরবো।

আজকাল ডাকের গোলমাল হচ্ছে মনে হয়। আমার ৭ ডিসেম্বরের চিঠি তুমি ১৮ তারিখে পেয়েছ, তোমার ২০ ডিসেম্বরের ছাপওলা চিঠি আমার হাতে পৌঁছলো ৩১ তারিখে। অথচ হাওয়াই ডাকে পাঁচ থেকে সাত দিনের বেশি লাগে না— এতকাল তো তা-ই দেখেছি। আমি হাসপাতাল থেকে বাড়িতে যে-চিঠি লেখেছি তারও এ-রকম দেরি হবে কিনা কে জানে। তাই তোমাকে লিখি— তুমি এই চিঠি পেয়েই একবার কবিতাভবনে যেয়ো, এবং সেই ভবনের বাসী ও বাসিনীদের আমার নির্বিঘ্ন অস্ত্রোপচার-সংক্রান্ত কুশল সমাচার জানিয়ো। খুব সম্ভব তাঁরাও সঙ্গে -সঙ্গেই চিঠি পাবেন— তবু ডবল-নিরাপত্তার জন্য লিখলাম। দূরে থাকলে ছোটো ভাবনাও বড়ো হ'য়ে দেখা দেয়, কিন্তু ভাবনার কোনোই কারণ নেই— আমি বেশ, বেশ ভালো আছি, ব্যান্ডেজ-বাঁধা হাত নিয়েও লিখতে পারছি দেখছো তো— আর ডাক্তার বলছেন ঘা শুকোতেও দেরি হবে না।

পৌষের 'কবিতা'র' খবর পেয়ে খুব সুখী হয়েছি। অমিয়বাবুর প্রবন্ধের জন্য[২] তোমার সংকুচিত বোধ করার কারণ নেই— লেখকমাত্রেরই বিষয় বেছে নেবার অধিকার আছে। প্রবন্ধটি পড়বার জন্য খুবই উৎসুক আছি। ইতিমধ্যে আমার কবিতাও তোমার হাতে পৌঁচেছে আশা করি— কয়েকদিন আগে কবিতাভবনে পাঠিয়েছিলাম। গদ্যকবিতা আর পদ্য পাশাপাশি দিয়ো না— মাঝে কিছু অন্য লেখা থাকে যেন। আর আমাকে একটা প্রুফ পাঠাবার ব্যবস্থা কোরো অতি অবশ্য, পাৎলা কাগজে চিঠির মধ্যে পাঠালে আমি তৎক্ষণাৎ ফেরৎ দিতে পারবো। ইতিমধ্যে আর-একটা কবিতা লিখেছি — শীতের কবিতা— কিন্তু পৌষ সংখ্যার আর বোধহয় সময় নেই, বাংলাদেশের চৈত্র মাসে পিটসবার্গের ডিসেম্বরের হাওয়ার জন্য খানিকটা জায়গা রাখো তো সুখী হবো।

শুদ্ধসত্ত্ব আর বটকৃষ্ণের বই কি রিভিয়ু করতেই হবে?[৩] দুটোর একটাও চলনসইয়ের উপরে নয়, সনেটগুলো খুবই খারাপ। খারাপকে খারাপ ব'লে পাতা নষ্ট ক'রে লাভ আছে কিছু? আমার মতে যে-বই সত্যি আলোচনার যোগ্য নয় তার শুধু নাম উল্লেখই যথেষ্ট। অবশ্য বই দুটোর রিভিয়ু হবে

ব'লে ছাপিয়ে দিয়েছ, কিন্তু তুমি বা নিমাই যার লেখাই হোক, খুব ছোটো রিভিয়ু হয় যেন, এক-এক প্যারাগ্রাফই যথেষ্ট। রিভিয়ুর বই বিষয়ে ভবিষ্যতে একটু সতর্ক থেকো — যেখানে বলবার কিছু নেই সেথা চুপ করে থাকাই সৌজন্য।

'কবিতা'র মলাটে দাম আর বার্ষিক চাঁদা উল্লেখ করার কোনো ব্যবস্থা আশা করি করতে পেরেছ।

আমার চিঠিতে কোনো খবর থাকে না ব'লে অভিযোগ করেছো। আমারই দুর্ভাগ্য — তোমাকে লিখতে গেলে সবই প্রায় 'কাজের' চিঠি হয়ে দাঁড়ায়। এবং যে-ভ্রমণবৃত্তান্তটা লিখছি (অনেকদিন লেখা হচ্ছে না) চিঠিতে তার পুনরুক্তি করতেও ভালো লাগে না। আর তাছাড়া মার্কিন দেশের এই পিটসবার্গ শহরে সত্যি বলতে অভিনবত্ব কিছুই নেই। কোনো দেশের বিষয়ে বই প'ড়ে আমরা যা জানি, সে-দেশে এলেই তার চেয়ে বেশি জানা হয় না। বরং বইয়ের জানাটাই সত্যকার জানা— 'বাস্তবে'র জানা তার সঙ্গে মেলে না ব'লে নিরাশ হ'তে হয়। দৈনন্দিন দিনযাপনের বৃত্তান্তগুলোর কোনো মূল্য নেই — দেশের প্রাণের স্পন্দন শুনতে হ'লে সাহিত্যেরই শরণ নিতে হবে। আবার দ্যাখো— বই ইত্যাদির ভিতর দিয়ে আমরা এত বেশি জানি যে পশ্চিমী দেশে এসে খুচরো কিছু খুঁটিনাটি ছাড়া কিছুই প্রায় নতুন লাগে না— সবই জানি, পড়েছি, সিনেমায় দেখেছি। এদিক থেকে বরং শ্বেতাঙ্গ যারা আমাদের দেশে যায় তারা অনেক বেশি পায়। আর ঈশ্বরের দয়ায় আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত বৈচিত্র্য অনেক বেশি — রীতির, ভাষার, বেশভূষার, দৃশ্যের বৈচিত্র্য, জীবনযাপনের ধরনের বৈচিত্র্য।

তুমি কলকাতা থেকে এমনকি রাঁচিতে বা দারজিলিঙে মালাবার তটে গেলে যা নতুন পাবে, লন্ডনে বা নিউ ইয়র্কে সে- তুলনায় কিছুই পাবে না। কোনো বিশ্বব্যাপী পরোপকারের চক্রান্তে ভারতবর্ষের এই বৈচিত্র্য নষ্ট না হোক, এই প্রার্থনা করি।

এই পর্যন্ত লিখে চিঠিটাকে অনেকক্ষণ ফেলে রেখেছিলাম। আমার ঘরে আর-একটি রোগীর অভ্যাগম হয়েছে, অ্যাপেন্ডিসাইটিসের অপারেশন হ'লো তার— তার ভাই, বোন, মা, বাবা, কাকা, কাকিমা দুপুর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ঘর ভ'রে ছিলো। রোগশয্যায় এই আত্মীয়ের ভিড় আমাদের দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। যখন অপারেশন করতে নিয়ে গেলো; কাকিমার চোখ ছলছল করতেও দেখলাম। ছেলেমানুষ, দেখতে যদিও জোয়ান অনেক অসুখে ভুগেছে, বাড়ির আদুরে ছেলে মনে হ'লো। লক্ষ্য করলাম মা এলেন অনেক পরে, কিন্তু কাকিমা (বা aunt বলতে যা-ই বোঝাক) সারাদিন কাছে ব'সে ছিলেন, বার-বার ঠান্ডা জলের ব্যাগ দিচ্ছিলেন মাথায়, খুব বিচলিত। বাবা বিকেলে একবার এসে বাড়ি গিয়ে টেলিভিশনে ফুটবল খেলা দেখে সন্ধ্যার পরে আবার এলেন। গোলগাল ভালোমানুষ, পেশা baker, আদিনিবাস ফ্রান্স। একগোছা ছবিওলা কাগজ রেখে গেলেন আমাকে বার বার ব'লে গেলেন কাল তাঁর ছেলে একটু সুস্থ হ'লে তাকে যেন খবর দিই। এই রকম ঘরোয়া দৃশ্য হঠাৎ এক-আধটু চোখে পড়লে ভালো লাগে, কিন্তু তার সুযোগ খুব বিস্মৃত নয়। মার্কিনরা বাইরের দিক থেকে খুব মিশুক বটে, কিন্তু ঐ একরকম খুচরো মেলামেশায় কোনো তৃপ্তি পাওয়া যায় না। ব্যস্ততার এপিডেমিক লেগে আছে সব সময়, পারস্পরিক দেখাশোনা মানেই নিমন্ত্রণ, আড্ডা বলে কিছু নেই। ব্যস্ততাটা প্রায় একটা ধর্মে দাঁড়িয়ে গেছে— সব সময় যে সত্যি কোনো কাজ থাকে তা নয়, কিন্তু ওটাই নিয়ম। অথচ ভিতরে-ভিতরে এদের মধ্যে একটা সরল ছেলেমানুষি আছে — কিন্তু সমাজের সংঘবদ্ধতা এত প্রবল হ'য়ে উঠেছে যে ব্যক্তির প্রকাশ তার চলায় অবরুদ্ধ।

Jessica Luies[৪]-এর যে-দুটো কবিতা পাঠিয়েছি. তা পৌষ সংখ্যাতেই ছাপিয়ে দিয়ো। দিলীপ[৫] কলকাতায় ফিরলো কিনা বুঝতে পারছি না — 'সাহিত্যচর্চা'[৬] বইটার কথা যখনই মনে পড়ে, মন-খারাপ

হ'য়ে যায়। আমার দিক থেকে কিছু করবার থাকে তো লিখো।

বুদ্ধদেব বসু

টীকা :

১. পৌষের 'কবিতা'— বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৬০।

২. অমিয়বাবুর প্রবন্ধের জন্য— দ্রষ্টব্য. ২ নং চিঠির ২ সংখ্যক টীকা।

৩. 'কবিতা' পত্রিকায়, পৌষ ১৩৬০-এ (বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২) শুদ্ধসত্ত্ব বসুর বই 'কয়েকটি সনেট'-এর সমালোচনা করেছিলেন নিমাই চট্টোপাধ্যায়।

৪. Jessica Lewis-এর 'Sadist Time' এবং 'Fledged' - এই কবিতা দুটি ১৩৬০-এর 'পৌষ' সংখ্যায় (বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২) মুদ্রিত হয়েছিল।

৫. দিলীপ— দ্র. ২ নং চিঠির ৭ম টীকা।

৬. সাহিত্যচর্চা— দ্র. ২ নং চিঠির ৬ষ্ঠ টীকা।

চিঠি ৪

পিটসবার্গ

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪

কল্যাণীয়েষু,

নরেশ, প্রুফ পাওয়ামাত্রই ফেরৎ পাঠাচ্ছি। মারাত্মক ভুল ছিলো বিজাণু। গদ্যকবিতাটির তৃতীয় পাতাটা এক-লেড কম্পোজ হয়েছে — দেখতে খারাপ লাগে — ওটা ডবল-লেড ক'রে দিতে বোলো। আশা করি তাতে চৌষট্টি পৃষ্ঠার সীমানা পেরিয়ে যাবে না। যদি সে-রকম আশঙ্কা দ্যাখো তাহলে "স্বর্গ" কবিতা শেষ হ'য়ে যে-জায়গা আছে সেখানে "দোকান"[১] আরম্ভ করতে পারো — যদিও তাতে দুটোর মধ্যে ব্যবধান রাখার সংকল্প ব্যাহত হয়। কিন্তু ডবল-লেডটাই বেশি জরুরি মনে হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন কী-রকম পেয়েছ? ছাপা-কাগজের খরচ ওঠার আন্দাজ হয়েছে তো? এই সংখ্যাটা আমাকে, অমিয়বাবুকে, দু-জনকেই এয়ার-মেল বুকপোস্টে পাঠিয়ো, মাশুলের খরচ কবিতাভবনের তহবিল থেকে প্রাপ্তব্য। অমিয়বাবুর সঙ্গে এ-মাসের শেষে আমার দেখা হবে, তার আগে পেয়ে গেলে চমৎকার হয়। জেসিকা লুইস[২]-কে পত্রিকা পাঠাতে ভুলো না (জাহাজ-ডাকে)— ঠিকানা পাণ্ডুলিপিতেই আছে।

যে-কবিতাগুলো পাঠিয়েছ তার মধ্যে শোভন সোমের "দুটি কবিতা"[৩] ছাড়া আর কোনোটাই ছাপা হবার যোগ্য নয়। (শঙ্খ লিখো, শংখ নয়।) ভেজাল জীবনানন্দ, ভেজাল অমিয় চক্রবর্তী— আর কতকাল সহ্য করতে হবে জানি না। মৌলিক লেখকের পক্ষে এ এক মস্ত শাস্তি— সম্পাদক প্রভৃতি নিরপরাধ জীবের পক্ষেও কম না। "হৃদয়কে নিয়ে" কবিতাটিতে তোমার অনুকরণ দেখলাম, শোভন সোমের লেখাতেও তোমার মতো সুর লেগেছে। এতে মনে হচ্ছে তোমার এবার ধরন বদলাবার সময় হ'লো। নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়াই আমাদের শক্তির বড়ো পরীক্ষা— প্রাচুর্য, বিচিত্রতা, এগুলো মস্ত গুণ। কিন্তু "কবিতা"র জন্য প্রেরিত পাণ্ডুলিপি পড়লে এক-এক সময় মন-খারাপ হ'য়ে যায়। (পাণ্ডুলিপি ফেরৎ পাঠালাম না— দরকার আছে?)

কল্যাণী-কংগ্রেসের বাস্ ফিরিয়ে দিয়ে ভালো করেনি, জীবনে যখন যেটা আগে সেটা গ্রহণ ক'রেই আমরা জীবনের কাছাকাছি থাকি। আমার ভাবতে খারাপই লাগছে যে ঐ ভ্রমণ ফেলে তুমি ঠান্ডা ঘরে ব'সে চিঠি লিখছ আর বাজে কবিতা কপি করছো। খারাপ লাগছে, কিন্তু তাই ব'লে তোমার চিঠি পেয়ে যে খুশি হয়েছি সেই খুশিটা কিছু কম নয়। আমি এখানে নিতান্তই পথ-চলতি পাখির মতো

বিরাজ করছি কবে আবার সাগর-পানে উড়ে যাবো সেইদিকে সর্বদাই এক চোখ খোলা আছে — আর সেই তীর থেকে ভেসে-আসা হাওয়ার জন্য ও দেহমন তৃষিত হয়ে আছে সব সময়। তোমার চিঠিতে সেই হাওয়ার বড়ো একটা ঝাপট পাওয়া গেলো। প্রসঙ্গক্রমে এটাও জানলাম যে দিলীপ গুপ্ত এলগিন রোডে প্রত্যাগত। এখন একটি দুঃখের প্রসঙ্গ অবতারণা করতে চাই — "সাহিত্যচর্চা"[৪] বইটা কি বেরোবে? মাঝে-মাঝেই এই কথাটা আমার মনে পড়ে— আর মন খারাপ হয়ে যায়। যাতে বেরোয়, তুমি এবার তার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করো। জানি, তোমাকে বলবার দরকার পড়ে না— তোমার সাধ্যমতো চেষ্টা তুমি করছো ব'লে ধরেই নিচ্ছি, কিন্তু আমি জানতে চাই : ব্যাপারটা কী ? পুরো প্রুফ দেখে দিলাম সেপটেম্বর মাসে, এখনো বেরোচ্ছে না কেন? দিলীপ[৫] ইচ্ছে করে চেপে যাচ্ছে? কিন্তু আমার উপর তার যতই রাগ থাক, সে কি বাংলা সাহিত্যের শত্রুতা করতে বদ্ধপরিকর? প্রবন্ধগুলো অত্যন্ত ভালো— নিজের লেখা হ'লেও বলতে বাধ্য হচ্ছি— বাংলাভাষার একটা উৎকৃষ্ট বই দিলীপ গুপ্ত অবরুদ্ধ ক'রে রেখেছিলো, সে কি পস্টারিটির কাছে এই বদনাম কিনতে চায়? তুমি তার সঙ্গে পরিষ্কারভাবে কথা ব'লে আমাকে একটু শিগগির জানিয়ো — প্রয়োজন মনে করো তো আমি তাকে লিখবো, আমি লিখলেই যে কাজ হবে তা নয়, কিন্তু কাজ যাতে হয় তার কোনো একটা উপায় আবিষ্কার করাই চাই। ফর্মাগুলো ছাপা হয়েছে কিনা, মলাট ইত্যাদির আয়োজন কতদূর এগিয়েছে — এই খবরগুলো সঠিকভাবে আমাকে জানাবে। যদি ছাপা হ'য়ে গিয়ে থাকে, আমাকে এক সেট ফাইল কি পাঠাতে পারবে? তোমার বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ কী বলে আমাকে যদি জানাও আমি সেই অনুসারে তাকে লিখতে পারি — এই ব্যাপারটা নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হ'য়ে আছি — তুমি কিঞ্চিৎ আশার বাণী শোনাতে পারো তো আনন্দিত হই।

আমি এখনো পিটসবার্গেই আছি, তবে আগামী দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে এখান থেকে বেরোতে পারবো আশা করছি; মার্চ-এপ্রিলে বস্টন থেকে সান ফ্রানসিস্কো পর্যন্ত নানা স্থানে ঘুরবো— জুলাই অগস্ট দু-মাস ইওরোপে— সেপটেম্বরে কলকাতা। মাঝে দু-দিনের জন্য কেনিয়ন কলেজে গিয়েছিলাম— খুব ভালো লাগলো। "কবিতা" পত্রিকার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মাইসোরে ব'সে লিখেছিলাম— সেটা Pacific Spectator[৬]-এ ছাপা হয়েছে— তোমাকে এক কপি জাহাজ-ডাকে পাঠাচ্ছি। "পারাপার" আর আমার "শ্রেষ্ঠ কবিতা"— এ-দুটোর রিভিয়ু তুমি লেখো না কেন— এই কবিদের বিষয়ে তোমার লেখার ইচ্ছা জানিয়েছিলে— তুমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে খুব ভালোই হবে। লোকেরা তোমার বদনাম করছে শুনে দুঃখিত হইনি— সাহিত্যিক জীবনে এ-সব না-থাকাটাই দুঃখের কথা।

বুদ্ধদেব বসু

টীকা :

১. 'কবিতা' পত্রিকার পৌষ ১৩৬০ (বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২)-এর সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসুর 'স্বর্গ' ও 'দোকান' — এই কবিতা দুটি প্রকাশিত হয়েছিল।

২. দ্র. ৩.৪ টীকা।

৩. শোভন সোমের 'দুটি কবিতা' প্রকাশিত হয়েছিল, 'কবিতা' পত্রিকার - বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৩, চৈত্র ১৩৬০-এর সংখ্যায়।

৪. দ্র. ২.৬ টীকা।

৫. দ্র. ২.৭ টীকা।

৬. Pacific Spectator — আমেরিকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা। প্রকাশক : 'Humanities of American council of learned societies by Stanford University।

৭. এই চিঠিতে বুদ্ধদেবের ইচ্ছে অনুযায়ী, অমিয় চক্রবর্তীর 'পারাপার' (১৯৫৩) ও বুদ্ধদেব বসুর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র (১৯৫৩) আলোচনা, 'কবিতা'-র পাতায় নরেশ গুহ করেছিলেন। 'পারাপার প্রসঙ্গে' ('কবিতা' : বর্ষ ১৯, সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৬২) ও 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা' ('কবিতা' : বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৬০) এই শিরোনামে লেখা দুটি প্রকাশিত হয়েছিল।

চিঠি ৫

C/o American Express Company
649 Fifth Avenue
New York 22, N.Y.
৬ মার্চ ১৯৫৪

কল্যাণীয়েষু,

বস্টনে অমিয়বাবুর কাছে গিয়ে 'কবিতা'র নতুন সংখ্যা[১] পেয়ে খুব ভালো লাগলো। এ-সংখ্যার সংগ্রহ ভালো হয়েছে, কিন্তু যুগান্তর চক্রবর্তীর 'খোঁপায় দেবো কী ফুলটি, শিমুল শিমুল শিমুলটি'[২] — প'ড়ে অত্যন্ত অবাক হলাম এই কথা ভেবে যে এ-রকম সত্যেন্দ্র দত্তীয়[৩] পদ্য এখনো বাংলাদেশে লেখা হয়! লেখা না-হয় হ'লো, কিন্তু 'কবিতা'য় ছাপা হবার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। তোমার কবিতাটি সুন্দর[৪], কিন্তু বড্ড অমিয়বাবুর ধরন হয়ে গেছে — এবার একটু গম্ভীর বড়ো মাত্রার ছন্দ যদি ব্যবহার করো তাহলে তোমার স্বকীয়তার আরো সমৃদ্ধি হবে ব'লে মনে হয়। সুধীনবাবুর "ফন"[৫] একবার প'ড়ে কিছু ধারণা করতে পারলাম না, আবার চেষ্টা করবো, কিন্তু মালার্মের রহস্যলোকের দরজার চাবি আমি কখনো খুঁজে পাবো কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ দিনে-দিনে আরো গভীর হচ্ছে।

ছাপা কিন্তু ভালো হয়নি, অক্ষর ঝাপসা, ভাঙা টাইপ — মোটের উপর সম্ভ্রান্ত চেহারাটা লোকসান হ'লো। বাঁধানোটাও কাঁচা — তবে আমার কপিটা বোধহয় তাড়াতাড়ি পাঠিয়েছিলে, নিশ্চয় পরেরগুলো ভালো হয়েছে।

অমিয়বাবুও 'কবিতা' পেয়েছেন। তাঁর লেখার সর্বত্র আমার সঙ্গে মতে মিললো না, কিন্তু আলোচনা করার সুযোগ হ'লো। তিনি তোমার লেখার যে-সব "দোষ" দেখিয়েছেন, তার অনেকগুলো অন্য দিক থেকে সমর্থনযোগ্য, এ নিয়ে কোনো আলোচনা হ'লে বেশ হয়, হয়তো কেউ চিঠি লিখবে।

পিটসবার্গ ছেড়ে এসে যাযাবর জীবন কাটাচ্ছি। ট্রেনে, মোটরে, হোটেলে, কাফেটেরিয়ায়, রাস্তায় — জীবনের এই ধারায় অমিয়বাবু বিশেষজ্ঞ, কিন্তু আমারও মন্দ লাগছে না। একটা নতুন স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যে নিউ ইয়র্ক শহরটার সঙ্গেও একটু বেশি পরিচয় হচ্ছে — এলিয়টের নতুন নাটক "The Confidential Clerk"[৬] দেখা হ'য়ে গেল সেদিন — এটি এলিয়টের নাটকের মধ্যে নিকৃষ্ট — কিচ্ছুই নেই — বইটা তোমাকে শিগগিরই পাঠিয়ে দেবো — খুব ভালো-ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়ে স্টেজে কোনোরকমে উৎরে দেয়, কিন্তু তবু এখানে কারো মুখেই ভালো শুনিনি।

হার্ভার্ডে একটি কবিতার লাইব্রেরি আছে — সেখানে আমার কবিতা পড়ার রেকর্ড ক'রে রাখলে — দুঃখের বিষয় tape recording, কাজেই কপি পাওয়া যাবে না, কিংবা পেলেও কোনো কাজে লাগবে না। অসংখ্য রেকর্ড আর বইতে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি — ইএটস[৭] আর পাউন্ডের[৮] রেকর্ড শুনলাম — ইএটস-এর উচ্চারণ বড়ো অদ্ভুত মনে হ'লো। আশা করি 'কবিতা'র পরের সংখ্যার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছ, ছাপাটা যাতে ভালো হয় সে-বিষয়ে একটু লক্ষ্য রেখো। 'সাহিত্যচর্চা'[৯] বিষয়ে কোনো

খবর জানবার জন্য উৎসুক আছি।

বুদ্ধদেব বসু

টীকা :

১. 'কবিতা'র নতুন সংখ্যা— বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৬০।
২. 'কবিতা' পত্রিকার এই নতুন সংখ্যাতে প্রকাশিত; যুগান্তর চক্রবর্তীর 'প্রাণশিল্প' কবিতার পংক্তি।
৩. সত্যেন্দ্র দত্তীয় (কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৮৮২-১৯২২)— কাব্যগ্রন্থ : 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২), 'হসন্তিকা' (১৯১৭) ইত্যাদি।
৪. নরেশ গুহর 'তাতার সমুদ্রে ঘেরা' নামের কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকার (বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৬০) নতুন সংখ্যায়।
৫. দ্র. ২.৩ টীকা।
৬. 'The Confidential Clerk' (১৯৫৩)।
৭. ইএটস (ডব্লু. বি. ইয়েট্স, ১৮৬৫-১৯৩৯)— আইরিশ কবি, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক। কাব্যগ্রন্থ : 'Crossways' (১৮৮৯), 'The Wind Among the Reeds' (১৮৯৯), 'In the Seven Woods' (১৯০৩), 'Responsibilities' (১৯১৪), 'The Tower' (১৯২৮) ইত্যাদি।
কাব্যনাটক : 'The King of the Great Clock Tower' (১৯৩৪) ইত্যাদি। ১৯২৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান।
৮. দ্র. ১.১ টীকা।
৯. দ্র. ২.৬ টীকা।

চিঠি ৬

C/o American Express,
New York, Los Angales
San Francisco
শিকাগো
২১ মার্চ ১৯৫৪

স্নেহাস্পদেষু,

দুঃখের বিষয় রাজলক্ষ্মী দেবীর কবিতাটি[১] এবার ছাপানো গেলো না, শামসুর রাহমান[২], আনন্দ বাগচীর লেখা দুটিও আশানুরূপ হয়নি। যাঁদের ভালো লেখা আগে বেরিয়ে গেছে, তাঁদের দুর্বল রচনা প্রকাশ না-করাই ভালো। যা পাঠিয়েছ তার মধ্যে ছাপা হবে শুধু সৌম্য মিত্রের 'পতঙ্গ' আর অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'আত্মচেতনাকে'[৩]। এই দুটি সংশোধন ক'রে পাঠালাম। আর অবশ্য লোকনাথ[৪] ছাপা হবে— সংশোধনের প্রয়োজন নেই ব'লে পাণ্ডুলিপি পাঠালাম না।

আমার শান্তিনিকেতনের 'বক্তৃতা'টা লিখিত হবার পরে বড্ড মামুলি আর বাজে শোনাচ্ছে। আমার মতে এটা প্রকাশ করার কোনোই প্রয়োজন নেই, তবে তোমরা যদি নেহাৎই ছাপাতে চাও তা'হলে তলায় যে-ক'লাইন যোগ ক'রে দিয়েছি সেটুকুও প্রকাশ কোরো। সাহিত্যমেলায় কেউ এমন কিছু মূল্যবান কথা বলেনি যার দলিল রাখতে হবে। কিন্তু তোমরা যা ভালো বোঝো করবে, আমার পক্ষে ন্যূনতম প্রতিরোধের পথ নেয়াই ভালো।

দেশান্তর'[৫] লেখাটা বিষয়ে তুমি ঠিকই বলেছ— আমার ভ্রমণকাহিনীতে ভ্রমণের অংশটা অনেক দূরে এগিয়ে গেলো, কাহিনী রইলো পিছনে প'ড়ে। জানি না এ-দুটোকে কবে আবার কাছাকাছি নিয়ে

আসতে পারবো, কিংবা কখনোই পারবো কিনা। পিটসবার্গ ছেড়েছি আজ ঠিক এক মাস হ'লো, কিন্তু ঐ মহিলা-কলেজের সংকীর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ছ-ছ'টা মাস যেন অর্থহীন বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে গেছে— এদিকে এই এক মাসের ভ্রমণের ফলেই অনেক নতুন দরজা আস্তে-আস্তে খুলে যাচ্ছে। এতদিনে আমেরিকাকে সত্যি-সত্যি দেখতে পাচ্ছি, পাশ্চাত্য পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দন বিশাল প্রবল সংগীতের মতো বেজে উঠছে। সমুদ্রে নাইতে নামলে যেমন হয় তেমনি ঢেউয়ের পর ঢেউ অভিজ্ঞতা ব'য়ে যাচ্ছে আমার উপর দিয়ে — আপাতত শুধু অনুভব করছি, তার বেশি সময় নেই— কিন্তু এগুলো পরিপাক ক'রে সাহিত্যের রক্তমাংসে পরিণত করা সময়সাপেক্ষ, তার জন্য দীর্ঘ অবসর চাই— দেশে ফিরে গিয়েও সে-অবসর আবার পাবো কিনা কে জানে। যদি বয়স অল্প থাকতো, আগেকার মতো ঘটনার সঙ্গে-সঙ্গেই তার প্রতিলিপি লিখে যেতে পারতাম, তাহ'লে কোনো কথা ছিলো না — এতদিনে আস্ত বই শেষ হ'য়ে যেতো। কিন্তু আজকাল আমার পক্ষে লেখা মানেই প্রচণ্ড খাটুনি, তার জন্য প্রায় অনন্ত অবসর দরকার। একই সঙ্গে ভ্রমণ করা আর তার কাহিনী লেখা কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। তার উপর আমার মনটা ক্রমশ যেন সেই দিকে ঝুঁকছে যাকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন আবেগের শান্তিময় অনুব্যবসা। অনুভব করার সঙ্গে চিন্তা করারও প্রয়োজন অনুভব করি আজকাল। যে-সুরে 'দেশান্তর' লেখাটা আরম্ভ করেছিলাম, তার সঙ্গে আমার এখনকার মনের সুর ঠিক মিলছে না, সেও আর-এক সমস্যা। অতএব, নিশ্চিত জেনো, 'দেশান্তর'-এর নতুন কিস্তি বহুকাল আর পাবে না। আমাদের জীবনে অনেক কিছুই নিয়তিনির্বন্ধে ঘটে থাকে — লেখাটাও তার অন্তর্গত, অতএব দুঃখ না-ক'রে ধৈর্যভরে অপেক্ষা করাই সমীচীন। অপেক্ষার সঙ্গে প্রার্থনাও আছে, প্রার্থনার সঙ্গে মনের অচেতন উদ্যম[৬]।

আমি আগামী এক মাস কবে কোথায় থাকবো তার কয়েকটা ঠিকানা দিচ্ছি, কবিতার প্রুফ যদি তারিখ মিলিয়ে ঠিক জায়গায় পাঠাও তাহ'লে অনেক সময় বাঁচে।

March 27-30	-	C/o Professor George Arms Chairman, Dept. of English, Univ. of New Mexico Albuguergue, New Mexico
April 3-7	-	C/o American Express 609 West 7th St., Los Angeles, Calif
April 9-12	-	C/o Henry Miller, Big Sur, California
April 14-16	-	C/o American Express 253 Post St., San Francisco, Calif

(সংশয়স্থলে আমেরিকান এক্সপ্রেসের ঠিকানা সর্বদাই নিরাপদ)

অমিয়বাবু 'কবিতা'র সংখ্যা পেয়েছেন — দু-দিন দেরি হয়েছিলো। তোমার চিঠিও না-পাবার কোনো কারণ নেই — বস্টন তো তাঁর পাকা ঠিকানা।

শিকাগোতে আমার কবিতা পড়া হ'য়ে গেলো, সেই রাত্রে "পোইট্রি"[৭] আপিশেও নিমন্ত্রণ ছিলো। কার্ল শ্যাপিরো[৮] এখন এখানে নেই, তবে তাঁর বদলে যিনি সম্পাদকি করছেন, তার সঙ্গে ভারতীয় সংখ্যা বের করা বিষয়ে আলোচনা করবো — এটা ঘটাতে পারলে খুব ভালো হয়। এখন পর্যন্ত শিকাগো শহরের বিশেষ কিছু দেখিনি — চুপচাপ ঘরে ব'সে সময় কেটে যাচ্ছে — নিউ ইয়র্কের রোদ্দুরের পরে এখানে বড্ড ঠান্ডা।

বুদ্ধদেব বসু

টীকা :

১. এই চিঠি লেখার আগে ও পরে প্রকাশিত 'কবিতা' পত্রিকার সূচীপত্র মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, সম্ভবত রাজলক্ষ্মী দেবীর কবিতা শেষ অবধি প্রকাশিত হয়েছিল। 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৬০ বঙ্গাব্দের

চৈত্র সংখ্যায় (বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৩) 'মধুবনী থেকে কানাডা' কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছিল। ঠিক এর পরবর্তী সংখ্যাতেও (বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৬০) 'অধ্যায় শেষ' শিরোনামে আরো একটি কবিতা প্রকাশিত হয়।

২. কবি শামসুর রহমানের 'যুদ্ধ' নামের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, যে সংখ্যার পরিকল্পনা এখানে রয়েছে ঠিক তার আগের সংখ্যায় : 'কবিতা' : বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৩, চৈত্র ১৩৬০।

৩. সৌম্য মিত্রের 'পতঙ্গ' ও অশোক চট্টোপাধ্যায়ের 'আত্মচেতনাকে' প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা'-র বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৬০ বঙ্গাব্দের সংখ্যায়।

৪. লোকনাথ— যে সংখ্যার (বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৬০) নির্দেশ এখানে দিচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু, সেখানে কবি লোকনাথ ভট্টাচার্যের 'মুনলাইট সনাটা' ও 'আর এক বসন্ত' নামে দুটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছিল।

৫. এই চিঠি লেখার আগের বছর অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে, 'দেশ' পত্রিকায় (বর্ষ ২১, সংখ্যা ১, ৭ নভেম্বর ১৯৫৩) বুদ্ধদেব বসু 'দেশান্তর' নামে একটি ভ্রমণ কাহিনি লিখতে শুরু করেন। প্রত্যেক সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে না হলেও, সর্বমোট পাঁচটি সংখ্যাতে এই রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এই চিঠি (২১ মার্চ, ১৯৫৪) লেখার কিছুদিন আগে শেষ কিস্তিটি ('দেশ' : বর্ষ, ২১, সংখ্যা ১৮, ৬ই মার্চ ১৯৫৪) প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থরূপে 'দেশান্তর'-এর প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৬৬। প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাট্যুজ্যে স্ট্রীট, কল-১২। পৃষ্ঠা : ৩১৭। মূল্য : ১০ টাকা। প্রচ্ছদ : সুনীলমাধব সেন ও ধ্রুব রায়।

৬. "'দেশান্তর' লেখাটার বিষয়ে তুমি ঠিকই বলেছ থেকে...প্রার্থনার সঙ্গে মনের অচেতন উদ্যম'— চিঠির এই অংশটুকু প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত 'কলকাতা' পত্রিকার বুদ্ধদেব বসু সংখ্যায় (সপ্তম ও অষ্টম যুগ্ম সংকলন, ডিসেম্বর ১৯৬৮- জানুয়ারি ১৯৬৯)।

৭. পোয়েট্রি (Poetry : A Magazine of Verse)— শিকাগো থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় কবিতাপত্র। প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯১২। প্রথম সম্পাদক : Harriet Monroe। প্রথম সংখ্যার মূল্য : ১৫ সেন্ট। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সময়ের দপ্তর : 543 Cass Street, Chicago।

৮. কার্ল শ্যাপিরো (১৯১৩-২০০০)— আমেরিকান কবি, প্রাবন্ধিক ও সম্পাদক। গ্রন্থ : 'Place of Love' (১৯৪৩), 'Poems of a jew' (১৯৫০), 'Adult Book Store' (১৯৭৬)। ১৯৪৫ সালে 'V-Letter and Poems' কবিতার বইয়ের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পান। বুদ্ধদেব যখন 'পোয়েট্রি' পত্রিকার অফিসে গিয়েছিলেন, কার্ল শ্যাপিরো তখন এই পত্রিকার নিয়মিত সম্পাদক। ১৯৫০-৫৫ সাল অবধি তিনি সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন।

চিঠি ৭

৩১ মার্চ ১৯৫৪

স্নেহাস্পদেষু,

নরেশ, শিকাগোতে Poetry পত্রিকার সম্পাদক বললেন যে তাঁরা বহুকাল 'কবিতা'র কোনো সংখ্যা পাননি— শুধু জুন মাসের আধা-ইংরেজি সংখ্যাটা পৌঁচেছিলো। তুমি আমাদের সাম্প্রতিক কয়েকটা সংখ্যা রেজিস্টার্ড জাহাজ-ডাকে তাঁদের পাঠিয়ে দিয়ো, ঠিকানা— 1020 Lake Share Drive, Chicago II, III. এই ঠিকানাটা নতুন— আমাদের খাতায় বদল ক'রে নিয়ো— যাতে পরের সংখ্যাগুলো ঠিকমতো পৌঁছয়।

এই Poetry আপিশ সাহিত্যিকের পক্ষে প্রধান দ্রষ্টব্য— মিশিগান হ্রদের ধারে সুন্দর বাড়ি, একজন

ধনী মহিলা সাহিত্য-শিল্পকলার ব্যবহারের জন্য অল্প ভাড়ায় দিয়েছেন। চিত্রকলা, কবিতা, আলোচনার সভা সব একসঙ্গে। আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো basement-এর ঘর— সেখানে দেয়ালে অনেক কবিদের বড়ো-বড়ো ফোটোগ্রাফ টাঙানো— রবীন্দ্রনাথের দুটো আছে, লরেন্সের[১] পাণ্ডুলিপি, R.L.S.[২]-এর চিঠি ইত্যাদি। অন্য জায়গায় ডিলান টমাস[৩]-এর পাণ্ডুলিপি, প্রুফ ইত্যাদি সাজিয়ে রেখেছে— অডেনের[৪] পরে এত বড়ো প্রতিষ্ঠা ইংরেজি ভাষার অন্য কোনো কবি পাননি— বড়ো অসময়ে মারা গেলো।

অ্যালবাকার্কে-তে নিউ মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলাম, এক ফাঁকে টাওস ঘুরে আসা হ'লো। ছবির দেশ, দৃশ্যের দেশ, ডি. এইচ. লরেন্সের দেশ টাওস। ছোট্ট শহরে দোকানে-দোকানে অসংখ্য চিত্রশালা — রাস্তায় যাদের দেখতে পাবে তারা বেশিরভাগ স্প্যানিশ আর "ইণ্ডিয়ান", ইংরেজি যদি একবার শোনো স্প্যানিশ দশবার। সেখানে Dorothy Bratt[৫] নামে একজন মহিলার স্মরণীয় বন্ধুতা পেয়েছিলাম— ইংরেজ, লরেন্সের সঙ্গে প্রথম আমেরিকায় এসেছিলেন, আর ফেরেননি। মানুষটা ঠিক লরেন্সের গল্পেরই কোনো চরিত্রের মতো— সব সময় প্যান্ট পরেন, দুরন্ত প্রাণশক্তি, শূন্য প্রান্তরের মধ্যে একলা বাড়িতে মস্ত কুকুর আর বেড়াল নিয়ে ছবি এঁকে দিন কাটান— মাথার চুল একদম শাদা, কিন্তু কথাবার্তায়, চলাফেরায় একটুও মনে হয় না বয়স হয়েছে। ফ্রীডা লরেন্সও[৬] টাওস-এ থাকেন— এখন টেক্সাসে— দেখা হ'লো না— আর পাহাড়ের উপর লরেন্সের যে-সমাধিমন্দির[৭] আছে সেখানেও যেতে পারলাম না বরফ এখনো গলেনি ব'লে।

এখন চলেছি Salt Lake City Utah— সেখান থেকে ক্যালিফর্নিয়া।

বুবসু

টীকা :

১. লরেন্স (ডেভিড হারবার্ট লরেন্স, ১৮৮৫-১৯৩০)— ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার ও কবি। বাবা ছিলেন কয়লাখনির শ্রমিক। নিজে একসময় পড়াতেন খনির শ্রমিকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। উপন্যাস : 'The White Peacock' (১৯১১), 'The Trespasser' (১৯১২), 'Women in Love' (১৯২০) ইত্যাদি। ছোটগল্প সংকলন : 'England, My England and other Stories' (১৯২২) প্রভৃতি। কাব্যগ্রন্থ : 'Love Poems and Others' (১৯১৩), 'The Collected Poems of D H Lawrence' (১৯২৮) প্রভৃতি। নাটক লিখেছেন বেশ কয়েকটি : 'Touch and Go' (১৯২০), 'David'(১৯২৬) ইত্যাদি। ফ্রান্সে মৃত্যু।

২. R. L. S (Robert Lewis Stevenson, ১৮৫০-১৮৯৪)— স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে জন্ম। ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, কবি ও একাধিক ভ্রমণ কাহিনির লেখক। উপন্যাস : 'Treasure Island' (১৮৮৩), 'Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde' (১৮৮৬) 'Kidnapped' (১৮৮৬) ইত্যাদি। ছোটগল্প সংকলন : 'New Arabian Nights' (১৮৮২), 'The Merry Men and Other Tales and Fables' (১৮৮৭) প্রভৃতি। কবিতা সংকলন : 'A Child's Garden of Verses' (১৮৮৫) ইত্যাদি। স্বল্প আয়ুর এই লেখকের মৃত্যু সামোয়া দ্বীপে।

৩. ডিলান টমাস (১৯১৪-১৯৫৩)— ওয়েলস্-এ জন্ম ইংরেজি ভাষার এই বিখ্যাত কবির। কাব্যগ্রন্থ : 'Twenty-Five Poems' (১৯৩৬), 'The Map of Love' (১৯৩৯), 'Deaths and Entrance' (১৯৪৬) ইত্যাদি। গদ্যগ্রন্থ : 'Portrait of Artist as a Young Dog' (১৯৪০), 'Selected Writing of Dylan Thomas' (১৯৪৬) প্রভৃতি। বেতারে পাঠের জন্য লিখিত নাটক 'Under Milk Wood', ১৯৭২ সালে Andrew Sinclair এর পরিচালনায় চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়। কবিতাসংগ্রহের আলোচনা করার জন্য স্টিফেন স্পেন্ডারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ডিলান টমাস একসময় লিখেছিলেন : 'Oh, & I

forgot, I'm not influenced by Welsh bardic poetry. I can't read Welsh' । নিউইয়র্কে মৃত্যু।
৪. অডেন (ডবু. এইচ. অডেন, ১৯০৭-১৯৭৩)— কবি ও নাট্যকার। ইংল্যান্ডে জন্ম। ১৯৪৬ সাল থেকে তিনি আমেরিকার নাগরিক। কাব্যগ্রন্থ : 'Poem' (১৯৩০), 'Look, Stranger!(১৯৩৬), 'Another Time' (১৯৪০) ইত্যাদি। নাটক : 'The Dog Beneath The Skin' (১৯৩৫), 'On The Frontier' (১৯৩৯) প্রভৃতি। 'A Age of Anxiety : A Baroque Eclogue' (১৯৪৭) কাব্যগ্রন্থের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পান। অস্ট্রিয়াতে মৃত্যু।
৫. Dorothy Brett (Dorothy Eugenie Brett, ১৮৮৩-১৯৭৭)— ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী। ১৯২৪ সালে নিউ মেক্সিকোর টাওস-এ চলে আসেন। ১৯৩৮-এ আমেরিকার নাগরিক হন।
৬. ফ্রীডা লরেন্স (১৮৭৯-১৯৫৬)— ডি. এইচ্ লরেন্সের সহধর্মিনী। ১৯১৪ সালে তাঁরা বিবাহ করেন।
৭. নিউ মেক্সিকোর টাওস শহরের পাহাড়ের মাথায় Chapel East-এ আছে লরেন্সের সমাধি মন্দির।

চিঠি ৮

নিউ ইয়র্ক
১ জুলাই ১৯৫৪

কল্যাণীয়েষু,

নরেশ, আমেরিকা ছেড়ে যাবার আগে দু-তিন সপ্তাহ বড়ো ব্যস্ততার মধ্যে আছি, সেইজন্য যথাসময়ে তোমার "কবিতা"র[১] প্রাপ্তিস্বীকার করতে পারিনি। সেজন্য তুমি হয়তো একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছ। "কবিতা" পেয়ে খুব ভালো লেগেছে, অমিয়বাবুকে এক কপি দিয়েছি — তিনি হঠাৎ এক রবিবারে নিউ ইয়র্কে এসেছিলেন, খুব আনন্দে সময় কাটলো। "কবিতা"র এই সংখ্যা বিষয়ে দুটি মন্তব্য পেশ করছি; প্রথমত, "রাতের অতিথি"[২] প'ড়ে নিরাশ হতে হ'লো — দ্বিতীয়ত, সুনীল সরকারের[৩] প্রবন্ধটিতে ইংরেজি কথা বড্ড বেশি, তার অনেক বাংলা প্রতিশব্দ হাতের কাছেই ছিলো, লেখকের অনবধানতাবশতই এ-রকম ঘটেছে। আর ইংরেজি কথা যেখানে ব্যবহার না-করলেই নয়, সেখানে বাংলা হরফে ছাপালেই শোভন হয়।

কিন্তু মোটের উপর সংখ্যাটি ভালো হয়েছে। আমি পিটসবার্গ ছাড়ার পরে কোনোরকম লেখাতেই হাত দিতে পারিনি। অনেকটা ঘোরাঘুরির মধ্যে ছিলাম, আর "দু-দিন পরেই চলে যাবো" এই মনোভব লিখতে বসার পক্ষে অনুকূল নয়। তোমার আগামী সংখ্যার জন্য আমি হয়তো কিছুই পাঠাতে পারবো না, এই রকম আশঙ্কা হচ্ছে — যদি-না অকস্মাৎ ঈশ্বরের দয়া হয়। কিন্তু এই "অকস্মাৎ দয়া'র দিন আমার চ'লে গেছে — অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক পরিশ্রম না-করলে কিছুই হ'য়ে ওঠে না; যে-সব কবিতার লাইন মনের মধ্যে সঞ্চিত আছে সেগুলো খাতার পাতায় লিখতেই সাহস হয় না — পাছে না পারি, পাছে অনুকূল লগ্ন ছলনা ব'লে প্রমাণ হয়।

এবারে যে কবিতাগুচ্ছ পাঠিয়েছ তার উপর চোখ বুলিয়ে রাজলক্ষ্মী দেবীর কবিতাটি[৪] বেশ ভালো লাগলো। মনে হচ্ছে এঁর লেখা ক্রমশ পরিণত হ'য়ে উঠছে, আর এঁর প্রায় সব লেখাতেই একটি সুসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় থাকে।

অন্যান্য লেখা বিষয়ে মত জানাতে দেরি হবে — জাহাজে ওঠার আগে সময় পাবো না। যদি এই বিলম্বে তোমার কাজের ক্ষতি হয়, তুমি নিজেই বাছাই ক'রে দিয়ো। আমি ৭ জুলাই এখান থেকে ছাড়ছি। ১২ তারিখ লণ্ডন পৌঁছবো — দু-সপ্তাহ বা তার কিছু বেশি ইংলণ্ডে কাটবে। তারপর ইওরোপের অন্যান্য দেশ ঘুরে ৩০শে অগাস্ট জেনোয়া থেকে বম্বের জাহাজ।

আমার ইংলণ্ডের ঠিকানা— C/o American Express, 6 Haymarket, London.

এলিঅটের নাটকের নাম-পত্রে যে-মন্তব্য লিখেছি সেটা সম্পূর্ণই লেখকের উদ্দেশে— আমি

বইটার মধ্যে কিছুই পেলাম না, না-প'ড়ে, না অভিনয় দেখে। "Three Voices of Poetry"[৫] ব'লে যে প্রবন্ধ আটলান্টিকে বেরিয়েছে (অরুণকে[৬] কপি পাঠিয়েছিলাম) সেটাও এঁর অন্যান্য প্রবন্ধের তুলনায় দুর্বল। এলিঅট এখন তাঁর বরণ-মালার উপর বিশ্রাম করছেন, মনে হচ্ছে।

তোমার বন্ধুদের বিদেশযাত্রার খবরে খুশি হয়েছি। সেদিন ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে শীতাংশু মুখোপাধ্যায়[৭] নামে একটি যুবকের সঙ্গে দেখা হ'লো, তোমার বন্ধু ব'লে নিজের পরিচয় দিলে, কোনো-এক সময়ে 'কবিতা'য় লেখাও বেরিয়েছিলো। তুমি একবার পশ্চিমী দেশে আসতে পারলে খুব ভালো হয়— যদি নানাদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে অনবরত সচেষ্ট থাকো তাহ'লে একটা পথ খুলেই যাবে, আজকাল যে পৃথিবী ভ'রে কত কিছু হচ্ছে তার দিশে পাওয়া শক্ত, কিন্তু খোঁজ থাকলে হয়তো অনেকটা মনের মতো কিছু পেয়ে যাবে

তোমার চিঠি ভ'রে বিষাদের সুর লক্ষ করলাম, ও-বস্তুটি আমার নিত্য সঙ্গী, কাজেই অন্যের মধ্যে সেটা দেখলে আমি উপদেশ দিতে উদ্যত হই না। বিষণ্ণ থাকাই যে মন্দ, আর ফুর্তিতে থাকাই যে ভালো, তাও আমার বিশ্বাস নয়। বড়ো জোর আমরা এই প্রার্থনা করতে পারি— "আমার বিষাদও সৃষ্টিশীল হোক"— তাকে রূপে-রসে ফুটিয়ে তোলা ফলিয়ে তোলার চেষ্টাও করতে পারি। দুঃখকে হার মানাবার সেটা একটা আশ্চর্য উপায়। এই রকমের একটা ঘটনা রবীন্দ্রনাথের "যাত্রী"তে[৮] প'ড়ে অভিভূত হয়েছিলাম— কেমন ক'রে জাহাজে যেতে-যেতে শরীর যখন খুব খারাপ হ'য়ে মন অবসাদে আচ্ছন্ন, তখন শুধু কবিতা লিখে-লিখে সেই সাময়িক মৃত্যু তিনি জয় ক'রে উঠেছিলেন। এটা কি তিনি রবীন্দ্রনাথ বলেই পেরেছিলেন, না কি পেরেছিলেন ব'লেই রবীন্দ্রনাথ, এই কথাটা অনেকদিন চিন্তা করেছি।

আমাদের কার মধ্যে কী শক্তি আছে তা কি আমরা জানি? আমরা কি সম্পূর্ণরূপে নিজেদের মনের সাধ্য ব্যবহার ক'রে থাকি? কাকে বলে প্রতিভা? কাকে বলে প্রতিজ্ঞা? কাকে বলে পরিশ্রম? শরীরের সঙ্গে আত্মারই বা সম্বন্ধ কী? — খুব ভাগ্যে ঠিক এখানেই কাগজ ফুরোলো, এ-সব প্রশ্নের জবাব দিতে হ'লেই মরেছিলাম আরকি[৯]।

বুদ্ধদেব বসু

টীকা :

১. 'কবিতা'— বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৩, চৈত্র ১৩৬০।

২. রাতের অতিথি— 'কবিতা' পত্রিকার নতুন সংখ্যায় (বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৩, চৈত্র ১৩৬০) প্রকাশিত অন্নদাশঙ্কর রায়ের এই রচনা।

৩. এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত সুনীল সরকারের প্রবন্ধ : 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা'।

৪. রাজলক্ষ্মী দেবীর কবিতা— দ্র. ৬.১ টীকার শেষাংশ। এই কবিতাটির নাম সম্ভবত 'ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রতি'। প্রকাশিত হয় 'কবিতা'র— বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৬০ সংখ্যায়। বুদ্ধদেব বসু এই সময় বিদেশে থাকায়, 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিতব্য লেখা ও কাগজপত্র এখান থেকে তাঁকে পাঠাতেন নরেশ গুহ। এই চিঠিগুলির বহু জায়গায় তার সাক্ষ্য রয়েছে।

৫. এলিয়টের 'The Voices of Poetry' নামের প্রবন্ধটি 'আটলান্টিক মান্থলি' পত্রিকায় ১৯৫৪ সালের এপ্রিল সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল।

৬. অরুণকে— দ্র. ২.৫ টীকা।

৭. শীতাংশু মুখোপাধ্যায়ের কবিতা 'আসল কথা' প্রকাশিত হয়েছিল— নবম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (চৈত্র ১৩৫০)।

৮. যাত্রী— ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

৯. 'তোমার চিঠি ভ'রে বিষাদের সুর লক্ষ্য করলাম থেকে মরেছিলাম আর কি'— চিঠির এই অংশটুকু প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছিল, জ্যোতির্ময় দত্ত সম্পাদিত 'কলকাতা' পত্রিকার বুদ্ধদেব বসু সংখ্যায় (সপ্তম ও অষ্টম যুগ্ম সংকলন, ডিসেম্বর ১৯৬৮ - জানুয়ারি ১৯৬৯)।

চিঠি ৯

২৬ নবেম্বর ১৯৫৯
রাত্রি.

নরেশ,

উদ্‌ভ্রান্ত আছি, কোনো বিষয়ে এক মিনিট চিন্তা করার উপায় নেই। 'সামাজিক' উপন্যাস নামটা নেহাৎ মামুলি — কোন উপন্যাসই বা ব্যাপক অর্থে সামাজিক নয়? — তবে ওর দ্বারা যা বোঝাতে চাচ্ছে সেটা কিছু জটিল নয়। বাংলা সাহিত্যে, ধরো, বঙ্কিমের উপন্যাস 'রোমান্স' পর্যায়ে পড়ে, ত্রৈলোক্যনাথ[১] fantasy, তারপর রবীন্দ্রনাথ থেকে নরেন মিত্র[২] বা প্রতিভা বসু[৩] পর্যন্ত সকলকেই 'সামাজিক' আখ্যা দিলে ভুল হয় না— যদিও সূক্ষ্ম বহু ভেদ আছে, এবং সেই ভেদগুলোই খাঁটি। আমার সন্দেহ হয় মার্কিনী শ্রোতার তুষ্টির জন্য তোমাকে বলতে হবে কে কোন শ্রেণী নিয়ে লিখেছেন : যথা, রবীন্দ্রনাথ — উচ্চ মধ্যবিত্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়[৪] — নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক, বুদ্ধদেব বসু — উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত। আমার কানে যদিও এগুলো হাস্যকর শোনাচ্ছে, এই প্রসঙ্গ এড়াতে পারবে ব'লে মনে হয় না। 'পুতুল-নাচের ইতিকথা'কে শুধু 'সামাজিক' বললে কিছুই বলা হয় না— তার পিছনে একটা vision কাজ করছে — সব উপন্যাসেই তা-ই, সেই visionটাই আলোচ্য হওয়া উচিত। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ কে কী ভাবে দেখছেন, এই সূত্র ধ'রে তোমার প্রবন্ধে কিছু সারাংশ আমদানি করতে পারো। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রধান ভাবনা ছিলো হিন্দু সমাজের অবিচার অনাচার — বৈধব্যের জুলুম, সতীত্বের প্রহসন, জাতিভেদের লাঞ্ছনা, ইত্যাদি; তাঁদের সংস্কারস্পৃহা, হিন্দু সমাজ অন্য রকম হ'লেই বিনোদিনীরা[৫] সুখী হ'তে পারতো। এই reformism-এর অত্যন্ত জোলো আর মেকি একটা চেহারা দেখতে পাচ্ছি আজকালকার কম্যুনিস্ট-ভাবাপন্নদের লেখায় (মানিক বন্দ্যোর শেষ পর্যায়ও ঐ শ্রেণীর); — শরৎচন্দ্রের সমস্যাগুলি অন্তত খাঁটি, আর এদের সবটাই বানানো, মনগড়া, theoretical। ভেবে দ্যাখো "পদ্মানদীর মাঝি"তে নতুন সমাজ গড়ার কল্পনাটি কত খাঁটি, মানুষের গভীরতম বেদনা থেকে উৎসারিত, আর তার সঙ্গে তুলনা করো ঐ লেখকেরই শেষের দিকের পাঠ্যকেতাবের নীতির সঙ্গে মিলিয়ে-লেখা পুঁথিগুলি। অমুক ধরনে সমাজ গঠিত হ'লেই মানুষের কোনো দুঃখ আর থাকবে না, এর চাইতে তুচ্ছ ছেলেমানুষি কথা আর কী হ'তে পারে। এই প্রসঙ্গে আমার নাম যদি টানতেই চাও তাহ'লে বলতে পারো 'মৌলিনাথ', 'নির্জন স্বাক্ষর', 'শেষ পাণ্ডুলিপি'[৬] প্রভৃতি বইতে সেই একলা-মানুষের দেখা পাওয়া যায়, সমাজের সঙ্গে যার কিছুতেই মিল হ'লো না, অথচ সে 'নতুন' সমাজের দিবাস্বপ্ন না-দেখে নিজেরই মধ্যে আশ্রয় খোঁজে বা তা না-পেয়ে ধ্বংস হয়। এ-প্রসঙ্গে এর বেশি এ-মুহূর্তে কিছু মনে পড়ছে না, কিন্তু তুমি লিখতে শুরু ক'রে দাও, লিখতে-লিখতে নিজেরই অনেক কথা মনের তলা থেকে ভেসে উঠবে। নিউ ইয়র্কে বেড়াবার এই সুযোগ কিছুতেই ছাড়া চলবে না।

তোমার মনের অবস্থা ভালোই বুঝি। তোমার বয়সে, তোমার মতো মন নিয়ে, এ-ধরনের পড়াশুনো উপভোগ্য হয় না, তাছাড়া পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছেদও দুঃসহ। তবু, মনে বল আনতে হবে ও রাখতে হবে, যে-উদ্দেশ্যে গিয়েছ তাতে সিদ্ধিলাভ করা চাই। প্রাণপণ চেষ্টা করো, যাতে তোমাকে ওঁরা কিছুটা সময় রেয়াৎ ক'রে দেন— ছ-মাস যদি কম হয় তাও মস্ত লাভ। তুমি যা লিখবে ওখানে তার অনাদর হবে না; আমাদের মন স্বভাবতই একটু বেশি পরিণত; নিজের সমগ্র শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুললে তুমি নিজেই নিজেকে অতিক্রম ক'রে যাবে। সবচেয়ে জরুরি হ'লো মনের দিক থেকে অত্যন্ত

বেশি ক্লিষ্ট হ'য়ে না-পড়া, নতুন পরিবেশের সঙ্গে মিলমিশ ক'রে থাকতে পারলে তোমার শক্তির অপচয় হবে না। তুমি জানো না আমি কী-রকম ব্যাকুলভাবে তোমার সগৌরব প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করছি। যাদবপুরের বোঝা দিনে-দিনে দুঃসহ হ'য়ে উঠছে আমার পক্ষে, আমার নিজের মধ্যে যে-এককণা সত্য আছে তা অবরুদ্ধ হবার উপক্রম হ'লো। তুমি ফিরে এলে আমার মুক্তি।

তোমাকে এখনো বোধহয় জানানো হয়নি: Grants Commission থেকে যাদবপুরের নতুন দুটি বিভাগে মোটা টাকা পেয়েছে। আমাদের ভাগে পড়েছে বই কেনার জন্য থোকে ৫০,০০০; রিসার্চ পাব্লিকেশন্স-এর জন্য বছরে ৩০০০, আর প্রতি বছর একটি মাসিক ২৫০ মূল্যের রিসার্চ ফেলোশিপ। তিনের দফায় মানবকে[৭] আনতে পারলে তারও ভালো, আমাদেরও মস্ত সহায়। 'রিসার্চ পাব্লিকেশন্স' হিশেবে একটি Jadavpur Journal of Comparative Literature বের করার স্থির করেছি প্রথম সংখ্যা আবার আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যেই প্রকাশ করা চাই, নয়তো টাকাটা lapse হয়ে যাবে, আর সেটা ভালো হবে না। আমি চোখে শর্ষে ফুল দেখছি। প্রস্তাবটা পাঠিয়েছিলাম অলোকরঞ্জনের[৮] উৎসাহে, তার উৎসাহ এখনো দুর্বার। ভেবে দ্যাখো কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছি— অবশেষে এক 'রিসার্চ' জর্নালের ভার নিতে হ'লো! যা-ই হোক, কথাটা হচ্ছে তোমার Yeats-এর বিষয়ে থীসিস[৯] যখন কিছুটা এগোবে— কিংবা যদি ইতিমধ্যে অন্য কিছু লেখো যা তথাকথিত 'রিসার্চ' পদবাচ্য, অবিলম্বে এক কপি এই জর্নালের উদ্দেশে প্রেরণ করবে — প্রতি বছর একটা বেরোবে, অতএব সব সময়েই আমরা ক্ষুধিত থাকবো। — বিভাগীয় অন্যান্য খবর হ'লো যে এ-বছর 1st Yr M.A.-তে ছাত্রসংখ্যা কুড়ি, আমি দোতলার ঘরে তাদের ক্লাশ নিচ্ছি, আর Dr. Fischer-এর বদলে Dr. Rehfeld[১০] নামক এক জর্মন এসেছেন— তাঁর ইংরেজিটা এখনো খুব ভাঙা-ভাঙা, কিন্তু তাঁর থীসিস ছিলো কাফকার[১১] বিষয়ে, বর্তমানে ক্যালকুটায় ব'সে বই লিখছেন মান্[১২]-এর উপর, আর তাঁর 'bride' (অর্থাৎ বাগ্‌দত্তা) জর্মনিতে মান্-এর সমালোচনা লিখছেন। উপরন্তু তাঁর উৎসাহের পরিধি ইবসেন[১৩] ও ডস্টয়েভস্কি[১৪] পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। তিনি আমাদের বিভাগে সাহিত্যের ক্লাশও নেবেন; তাঁর ইংরেজিটা আর-একটু রপ্ত হ'লে আমাদের খুব কাজে লাগবে মনে হচ্ছে। — আমেরিকা থেকে একজন Fulbright Professor সংগ্রহ করারও চেষ্টায় আছি— নয়তো আর চালানো যাচ্ছে না।

আমাদের কালিম্পং যাত্রার বিবরণ চিনুর[১৫] চিঠিতে জেনে থাকবে। রানুর[১৬] জ্বর এবং অন্য দু-একটা উৎপাত সত্ত্বেও মোটের উপর মন্দ কাটেনি— ফিরে আসার পর স্মৃতিতে একটু বেশি ভালো লাগছে। বুঝতে পারছি চিনু তোমাকে কালিম্পং থেকে একটাও চিঠি লেখেনি— আমার মতে খুব অন্যায় করেছে— কিন্তু আশা করি পরে সেই ত্রুটি মিটিয়ে দিতে কার্পণ্য করেনি। সে তোমার জন্য একটা সুন্দর তিব্বতি অ্যাশট্রে কিনেছিলো, সেটা পাঠাতে পেরেছে কিনা এখনো জানতে পারিনি।

গত আশ্বিন সংখ্যা 'কবিতা'[১৭] কি পেয়েছ? তাতে জ্যোতির প্রবন্ধটা ('মানিক বন্দ্যো ও জীবনানন্দ') হয়তো তোমার কিছু কাজে লাগবে।

শ্রীমতী লীলা রায়[১৮] তোমার কবিতা থেকে কিছু অনুবাদ পাঠিয়েছেন: তা থেকে একটি ছাপাবো। জ্যোতি 'রুমির ইচ্ছা'র[১৯] একটা খশড়া করেছে। আশাপ্রদ, কিন্তু আরো মাজাঘষা দরকার। তুমি নিজে কিছু দাঁড় করাতে পারলে পাঠিয়ো। একসঙ্গে এত রকম কাজের ভার নিয়েছি যে ভাবতে গেলে ভির্মি লাগে; হাতের কাজটি ছাড়া অন্য সব ভুলে থাকি ব'লেই কোনোরকমে টিকে আছি।

ক্রিসমাসের ছুটি কী ভাবে কাটাবে স্থির করেছো? কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসতে পারলে আনন্দ পাবে — কিংবা শূন্য ও তুষারশুভ্র ক্যাম্পাস-এ প্রবলবেগে লিখে প'ড়েও কাটাতে পারো। মনে পড়ছে না ফ্রীডেরিক্[২০]-এর কথা তোমাকে সবিস্তারে লিখেছিলাম কিনা। আমার খুব ইচ্ছে তাঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় ঘটে — অতি সজ্জন ব্যক্তি, বিপত্নীক, একটিমাত্র কন্যা সুইৎজার্ল্যাণ্ডে পড়ছে। Comparative Literatureকে জীবন উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন। কোনো-এক ফাঁকে আমার নাম

ক'রে তাঁকে চিঠি লিখো — বহু সভা ইত্যাদির কর্ণধার তিনি, একবার Chapel Hill-এ হাজির হ'তে পারলে প্রণবেন্দুর[১১] সঙ্গেও দেখাটা হয়ে যায়। (Professor Werner P. Friederich, Comparative Literature, Box 775, Chapel Hill, North Carolina)।

নতুন সিলেবস তোমাকে পাঠাবার কথা প্রত্যহই ভুলে যাচ্ছি, কিন্তু এমন দিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন আর ভুল হবে না। স্টেটসম্যান-এর ব্যবস্থা করবো — তার আগে তোমার নতুন ঠিকানা জানতে পারলে ভালো হয়। কবে নাগাদ বাড়ি-বদল করছো? আমেরিকায় খাবার চুরি হয়, এ কিন্তু বড়ো তাজ্জব কথা। ওখানকার আহার্য তোমার ভালো লাগছে তো?

আমার আমেরিকা যাওয়া খুবই অনিশ্চিত; সাধ থাকলেও সাধ্য নেই, আর সাধ্য যদি বা জুটে যায়, নেই স্বাধীনতা। সেটাও একটা কারণ, যার জন্য তোমার পথ চেয়ে ব'সে আছি।

বুদ্ধদেব বসু

টীকা :

১. ত্রৈলোক্যনাথ (ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৮৪৭-১৯১৯)—রঙ্গ-ব্যঙ্গ কৌতুক ধারায় স্মরণীয় রসস্রষ্টা। বিখ্যাত গ্রন্থ : 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২), 'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৬), 'ডমরু চরিত' (১৯২৩) ইত্যাদি।

২. নরেন মিত্র (নরেন্দ্রনাথ মিত্র, ১৯১৭-১৯৭৫)— ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। তবে ১৯৩৬-এ 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা 'মূক' প্রকাশিত হয়। 'অক্ষরে অক্ষরে' (১৩৫৬), 'চেনামহল' (১৩৬০), 'সুখ দুঃখের ঢেউ' (১৩৬৫) সহ বহু উপন্যাসের স্রষ্টা। গল্পসংকলন : 'উল্টোরথ' (১৩৫৩), 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৩৫৯), 'বসন্ত পঞ্চম' (১৩৬৪) ইত্যাদি।

৩. প্রতিভা বসু (১৯১৫-২০০৬)— বিখ্যাত লেখিকা। বিবাহ পূর্বে ছিলেন গায়িকা রাণু সোম। এই নামেই অসংখ্য গানের রেকর্ড। নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের অনুরাগী ছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর সহধর্মিনী। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাস 'মনোলীনা' (১৯৪০) প্রকাশিত হয় 'কবিতাভবন থেকে। প্রথম গল্পগ্রন্থ : 'মাধবীর জন্য' (১৯৪২)। তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনী : 'জীবনের জলছবি' (বৈশাখ ১৪০০)।

৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)— ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। আসল নাম প্রবোধকুমার। ১৯২৮-এ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'অতসী মামী' প্রকাশিত হয়। উপন্যাস : 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) সহ আরো অনেক উপন্যাসের রচয়িতা। গল্পসংকলন : 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩৫), 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭), 'মিহি ও মোটা কাহিনী' (১৯৩৮) ইত্যাদি।

৫. বিনোদিনী— রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসের একটি চরিত্র।

৬. 'নির্জন স্বাক্ষর'— প্রথম প্রকাশ : ১৯৫১, প্রকাশক : ডি. এম্. লাইব্রেরি, মূল্য : তিন টাকা। 'মৌলিনাথ'— প্রথম প্রকাশ : ১৯৫২, প্রকাশক : ডি. এম্. লাইব্রেরি, মূল্য : সাড়ে তিন টাকা। 'শেষ পাণ্ডুলিপি'— প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৬, প্রকাশক : এম. সি. সরকার, মূল্য : তিন টাকা চার আনা।

৭. মানব— মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যাপক, কবি, অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক। 'চেশোয়াভ মিউশ : শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'মিরোস্লাভ হোলুবের শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'শার্ল পেরো-র রূপকথা' প্রভৃতি অনুবাদ গ্রন্থের প্রণেতা।

৮. অলোকরঞ্জন— অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। কাব্যগ্রন্থ : 'যৌবনবাউল' (১৯৬৬), 'নিষিদ্ধ কোজাগরী' (১৩৭৩), 'রক্তাক্ত ঝরোখা' (১৩৭৬) সহ বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রবন্ধ গ্রন্থ : 'শিল্পিত স্বভাব' (১৯৭০), 'স্থির বিষয়ের দিকে' (১৯৭৬), 'ভ্রমণে নয়, ভুবনে' (১৯৮৮) প্রভৃতি। অনুবাদ গ্রন্থ : 'আন্তিগোনে' (১৯৬৩), 'ব্রেশ্‌টের কবিতা ও গান' (১৯৮০), নিয়তি ও দেবযান' (১৯৯২) 'প্রাচী-প্রাতীচীর মিলনবেলার পুঁথি' (১৯৯৭) ইত্যাদি।

৯. নরেশ গুহ আমেরিকার নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সালে ইয়েট্স বিষয়ে গবেষণা শেষ করে পি. এইচ. ডি ডিগ্রি পান। সেই গবেষণাপত্র ১৯৬৮ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'W.B. Yeats : An Indian Approach' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১০. Dr. Rehfeld— ভের্নের রেহফেল্ড যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান পড়াতেন।

১১. কাফকা (ফ্রানৎস কাফকা, ১৮৮৩-১৯২৪)— জার্মান ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। জন্মসূত্রে চেক। গ্রন্থ : 'Metamorphosis' (১৯১৫), 'The Trial' (১৯২৫), 'The Castle' (১৯২৬) ইত্যাদি। তাঁর আঠারোটি ছোটগল্পের সংকলন 'Contemplation' প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে। এটিই কাফকার প্রথম প্রকাশিত বই। ভিয়েনার কাছে একটি স্যানাটোরিয়ামে মারা যান।

১২. মান (টমাস মন, ১৮৭৫-১৯৫৫)— জার্মান ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার ও প্রাবন্ধিক। গ্রন্থ : 'Buddenbrooks' (১৯০১), 'The Magic Mountain' (১৯২৪), 'The Tales of Jacob' (১৯৩৩), 'The Black Swan' (১৯৫৪) ইত্যাদি। নোবেল পুরস্কার পান ১৯২৯ সালে। গ্যোয়েটে পুরস্কার ১৯৪৯ সালে।

১৩. ইবসেন (হেনরিক ইবসেন, ১৮২৮-১৯০৬)— নরওয়ের স্কিয়েন শহরে জন্ম। নাট্যকার। উল্লেখযোগ্য নাটক : 'A Doll's House' (১৮৭৯), 'Ghosts' (১৮৮১), 'An Enemy of the People' (১৮৮২), 'The Wild Duck' (১৮৮৪), 'Hedda Gabler' (১৮৯০) ইত্যাদি।

১৪. ডস্টেয়ভস্কি (১৮২১-১৮৮১)— স্মরণীয় রুশ লেখক। ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার ও প্রাবন্ধিক। 'Crime and Punishment' (১৮৬৬), 'The Idiot' (১৮৬৯), 'Demons' (১৮৭২) 'The Brothers Karamazov' (১৮৮০) প্রভৃতি উপন্যাসের জন্য বিখ্যাত। 'An Honest Thief' (১৮৪৮), 'A Christmas Tree and a Wedding' (১৮৪৮) মতো অনেক জনপ্রিয় ছোটগল্প লিখেছেন। প্রবন্ধ সংকলন : 'Winter Notes on Summer Impressions' (১৮৬৩) ইত্যাদি।

১৫. চিনু— নরেশ গুহর সহধর্মিনী।

১৬. রানু— দ্র. ৯.৩ টীকা।

১৭. গত আশ্বিনের সংখ্যা— 'কবিতা' : বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৬৬। এখানে জ্যোতির্ময় দত্তর প্রবন্ধ 'জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮. শ্রীমতী লীলা রায় হলেন অন্নদাশঙ্কর রায়ের সহধর্মিনী। লীলা রায় অনুদিত নরেশ গুহর কবিতা 'Curving Sand' প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকার শততম সংখ্যায় (বর্ষ ২৪, সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৬৬, 'International English - Language Number)।

১৯. জ্যোতির্ময় দত্তের অনুবাদে, নরেশ গুহর 'রুমির ইচ্ছা'— 'A Little Girl, Rumi's Fancy' প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকার শততম সংখ্যাতে।

২০. Werner Paul Friederich (১৯০৫-১৯৯৩)— হার্ভার্ড থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে পি. এইচ. ডি করেন। এই চিঠি লেখার সময় তিনি নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'Dante's Fame Abroad (1350-1850)। প্রথম প্রকাশ : ১৯৫০।

২১. প্রণবেন্দু (কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, ১৯৩৭-২০০৭)— কাব্যগ্রন্থ : 'এক ঋতু' (১৩৬৩), 'সদর স্ট্রীটের বারান্দা' (১৯৬৬), 'নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি' (১৯৭৫) ইত্যাদি। 'অলিন্দ' পত্রিকার সম্পাদক। ২০০৩ সালে পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার।

চিঠি ১০

১৪ ডিসেম্বর ১৯৫৯

কল্যাণীয়েষু

নরেশ,

এত ব্যস্ততার মধ্যেও তুমি আমার জন্মদিন[১] মনে রেখে চিঠি লিখেছ, এতে আমি কী খুশি হয়েছি

বলবার নয়। কিন্তু কথাটা ঠিক বলা হ'লো না — কেননা গত অনেকগুলো বছরের মধ্যে এমন তো মনে পড়ে না যে তুমি কোনোবার অনবহিত ছিলে; অনেক রাত্রে কালীর হাতে পাঠানো স্টেট-এক্সপ্রেসের টিন চিরস্মরণীয়। মিমি আর জ্যোতি[2] ছাড়া সে-রাত্রে শুধু চিনুকেই বলেছিলাম, চিনু সুন্দর একটা অ্যাশট্রে দিয়েছে, সেটা ব্যবহার্যের চাইতে দ্রষ্টব্য বেশি। ভাগ্যিস আমাদের খুব ধীরে-ধীরে বয়স বাড়ে, নয়তো একান্নর মতো একটা বিদ্‌ঘুটে সংখ্যা কিছুতেই কি সহ্য করতে পারতুম!

তোমার ওখানকার কাজ বেশ মসৃণভাবে চলছে বুঝতে পারছি, এও বুঝতে পারছি যে বিমর্ষ আর নিঃসঙ্গ বোধ করছো। কোনোটাই আশাতীত নয়। শুধু অবাক লাগছে যে ওখানে কোনো বন্ধু এখনো পাওনি। অবশ্য গভীর বন্ধুতার কথা বলছি না; সেটা দেশে-বিদেশে সর্বত্রই বিরল — তবে আলাপ করবার মতো দু-একজন মানুষ, একসঙ্গে খাওয়া বা বেড়ানো, অন্তত পক্ষে একটা মানবিক স্বাদ। নর্থ-ওয়েস্টার্ন-এর বৈবাহিক উন্মুখতা বিষয়ে যা লিখেছো সেটা একটু চমকপ্রদ, কিন্তু এমনিতে মার্কিনরা খুব মিশুক ও খোলামেলা, বিদেশী দেখলে এড়িয়ে চলে না, বরং কেউ-কেউ এগিয়ে আসে। তোমার যোগ্য বা সমকক্ষ কিনা সেই চিন্তা বর্জন ক'রে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ স্তরে মেলামেশাটাও— যাকে বলে রিফ্রেশিং — তাতে তোমার ক্লান্তি কিছুটা কেটে যাবে। মন প্রসন্ন থাকলে কাজও দ্রুত এগিয়ে যায়। আমার বিশ্বাস, তুমি কোনো বড়ো শহরে গিয়ে পড়লে কিছু বেশি আরাম পেতে — তার রাস্তায় ভিড়ের মধ্যেও মিশে যাওয়াটাও উৎসাহজনক — অন্তত আমার তা-ই মনে হয়। যা-ই হোক, যেখানে গিয়ে পড়েছো তার সঙ্গে আপোশ ক'রে পারলে তোমারই জিৎ।

তোমার আগামী বছরের আর্থিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় এখন থেকেই উঠে-পড়ে লাগতে হবে। গিলপ্যাট্রিককে[1] নিশ্চয়ই লিখবে -- আনুমানিক একটা তারিখ জানালে আমিও সেই সময়ে লিখবো এবং সুধীন্দ্র দত্তকে[1] বলবো। সুধীন্দ্রর সঙ্গে এল্‌ম্যানেরও পরিচয় হয়েছিলো, হয়তো তিনি তাঁকে লিখতে পারবেন — যদি প্রয়োজন বোধ করো। (তুমি সুধীন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখলে ভালো হয়।)

রকফেলার যদি রাজি না হয়, তাহ'লে? নর্থ-ওয়েস্টার্নেই একটা ফেলোশিপ বা পার্ট-টাইম পড়ানোর কাজ ক'রে দিতে পারেন না এলম্যান[4]? নয়তো অগত্যা ইউনিভার্সিটি বদলাতে পারো — অর্থাৎ যেখানেই ফেলোশিপ পাবে সেখানেই চ'লে যাবে — এটা ওদের আইনে আটকায় না, এবং এক ইউনিভার্সিটির ক্রেডিট অন্যত্র স্বীকৃত হয়। ফ্রীডেরিখ[5] প্রণবেন্দুর জন্য সেই রকম চেষ্টা করছেন, কেননা ওরও ঠিক তোমার মতোই আর্থিক সমস্যা। এলম্যানের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, যে-ক'টা ইউনিভার্সিটিতে Comparative Literature-এ পি. এইচ. ডি দেয়া হয়, তার প্রত্যেকটাতে ফেলোশিপের জন্য যথাসময়ে আবেদন পাঠানো আমার মতে খুবই যুক্তিসংগত হবে। মার্শালকে কলম্বিয়ার বিষয়ে লিখে দ্যাখো না। শিকাগোতে C.L. থাকলে সেখানে তো বাংলা বিভাগে কাজ পেতে পারো। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের Downtown Centre-এর জন্য (Adult Education) নানা ধরনের শিক্ষক প্রয়োজন হয়, ডিমক্[6] খোঁজ দিতে পারবে। শিকাগোর Abraham Lincoln Center চালান Mrs. Julia Abrahamson ও তাঁর স্বামী — এঁরা বহুকাল বাংলাদেশে ছিলেন। খুব অতিথিবৎসল, আবার গেলে আলাপ কোরো। মোট কথা, তোমাকে পি.এইচ ডি নিয়ে আসতেই হবে, অতএব চেষ্টার ত্রুটি করা চলবে না। নানা দিকে জাল ছড়িয়ে দিলে একটাতে মাছ উঠবেই। Wiscassin-এ সম্প্রতি ভারতীয় ভাষার বড়ো বিভাগ খুলেছে, তাতে আপাতত সংশ্লিষ্ট আছেন, Dr. Prabhakar Machwe, সাহিত্য আকাদেমির Asst. Secy.— তাঁকে আমার নাম ক'রে চিঠি লিখতে পারো। হয়তো এ-সব লেখালেখির ব্যাপার ক্রিসমাসের ছুটির মধ্যে শুরু করতে পারবে।

টাইপরাইটার কিনে খুব ভালো করেছো; আমেরিকায় ও-যন্ত্রটি ছাড়া চলে না— আর ভবিষ্যতেও বহু কাজে লাগবে। তুমি আমাকে যে-বই পাঠিয়েছ তার জন্য সাগ্রহে প্রত্যাশা করবো। সমালোচনার

বই কিনো না — এখানে লাইব্রেরিতে সবই পাবে, যতদূর সম্ভব সাহিত্যের বই সংগ্রহ ক'রে এনো— বিশেষত ইংরেজি অনুবাদে বিদেশী সাহিত্য— বিস্তর বেরোচ্ছে। — আমাদের নতুন সিলেবাস, এম. এ-র বিভিন্ন ব্যাপারে পঠিতব্য গ্রন্থতালিকা। আর এ-বছরের এম. এ. প্রশ্নপত্র— সব তোমার একসঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি— পেতে দেরি হবে, কিন্তু হ'লেও ক্ষতি নেই। জ্যোতি ইতিমধ্যে তোমার 'রুমির ইচ্ছা'[৮] অনুবাদ করেছে— 'কবিতা'য় দেখতে পাবে। জ্যোতিকে বিধাতা পত্ররচনার শক্তি একেবারেই দেননি — ওর এত অফুরন্ত বিষয়ে মাথা খেলে যে ওর এই একটা অক্ষমতা আমাদের পক্ষে বরং কথঞ্চিৎ সান্ত্বনার কারণ। তোমাকে এর আগের চিঠিতে বাংলা উপন্যাস বিষয়ে কয়েকটা কথা (তক্ষুনি যা মনে এলো) লিখে পাঠিয়েছিলাম — সেটা নিশ্চয়ই পেয়েছিলে?

বুবসু

মানব[৯] শীঘ্রই এখানে চলে আসছে। সুধীন্দ্র দত্ত বললেন যে এলম্যান যদি গিলপ্যাট্রিককে লেখেন তাহ'লে সবচেয়ে ভালো হয়

টীকা :

১. এই চিঠি লেখার আগের মাসেই ৩০ নভেম্বর (৩০.১১.১৯০৮) ছিল বুদ্ধদেব বসুর জন্মদিন।

২. মিমি ও জ্যোতি : বুদ্ধদেব বসু জ্যেষ্ঠা কন্যা মীনাক্ষী দত্ত ও তাঁর স্বামী জ্যোতির্ময় দত্ত।

৩. গিলপ্যাট্রিক— অধ্যাপক।

৪. সুধীন্দ্র দত্ত (কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯০১-১৯৬০)— কবি, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও সম্পাদক। কাব্যগ্রন্থ : 'তন্বী' (১৩৩৭), 'ক্রন্দসী' (১৩৪৪), 'সংবর্ত' (১৩৬০), ইত্যাদি। অনুবাদ গ্রন্থ : 'প্রতিধ্বনি' (১৩৬১)। প্রবন্ধ গ্রন্থ : 'স্বগত' (১৩৪৫), 'কুলায় ও কালপুরুষ' (১৩৬৪)। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক। মাসিক প্রকাশের সময় সাত বছর ও ত্রৈমাসিক প্রকাশকালে পাঁচ বছর সম্পাদনা করেন।

৫. এল্ম্যান— রিচার্ড এল্ম্যান শিকাগোর নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইয়েট্স বিশেষজ্ঞ।

৬. ফ্রীডেরিখ— দ্র. ৯.২০ টীকা।

৭. ডিমক্— এডওয়ার্ড ডিমক্ শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়ান স্টাডিস বিভাগের অধ্যাপক।

৮. রুমির ইচ্ছা— দ্র. ৯.১৯ টীকা।

৯. মানব— দ্র. ৯.৭ টীকা।

চিঠি ১১

চৈত্রসংক্রান্তি, ১৩৬৬

১৩-০৪-৬০

কল্যাণীয়েষু

নরেশ,

তোমাকে একটা বড়ো চিঠি লিখবো ব'লে দেরি করছিলুম, কিন্তু অবসরের কোনো আশাই দেখছি না, অগত্যা এয়ার-লেটারের শরণ নিতে হ'লো।

ভারত-সরকার জানতে চেয়েছিলেন নরেশ গুহকে রকফেলার ফাউন্ডেশন বৃত্তি দিলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আপত্তি আছে কিনা, উত্তরে এখান থেকে পূর্ণ সমর্থনসূচক টেলিগ্রাম গেছে। এর পরে তোমার পাকা খবর পেতে আর বেশি দেরি হওয়া উচিত নয়। তুমি এবার চটপট একটা ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দাও— আপাতত এক বছরের জন্য— অর্ধেক বেতনসমেত চাইবে, মল্লিকমশাই আশা দিয়েছেন যে হ'লেও হ'তে পারে, কিন্তু নির্ভর না-করাই বোধহয় ভালো। যা-ই হোক, যে-কোনো শর্তে ছুটি তোমার চাই-ই, আর পি. এইচ. ডি-র প্রয়োজন অনুযায়ী ছুটি তুমি পাবেও। গিলপ্যাট্রিকের চিঠি

আসতে যদি দেরি হয় তাহ'লে একটা provisional application পাঠিয়ে দিয়ো (পরে confirm করতে পারবে)— মোটের উপর তোমার কাছ থেকে ছুটির আবেদন তাড়াতাড়ি পৌঁছনো দরকার।

চিনুর[১] দাদা ওর জন্যে জাহাজ বুক ক'রে রেখেছেন, তুমি চেষ্টা কোরো সে যাতে এক বছরে কোনো শিক্ষাসংক্রান্ত ডিপ্লোমা ক'রে আসতে পারে— ভর্তির জন্য এখনই বোধহয় সচেষ্ট হওয়া দরকার। আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ, কিন্তু এই সুযোগ হাতছাড়া হওয়াটাও দুঃখের হবে। তুমি কি এ-বিষয়ে কিছু ভেবেছো?

মনে হ'লো তুমি ধ'রে নিয়েছ রানুও[২] এবার আমেরিকায় যাচ্ছে। হ'লে তো খুবই সুখের কথা হ'তো, কিন্তু উপস্থিত তার সম্ভাবনা দেখছি না। আর্থিক বাধা যদি বা কোনোক্রমে পেরোনো যায় (যদিও সেটাও আমাদের পক্ষে দুরূহ), আগামী মার্চে পাপ্পার[৩] স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা— সে-সময়ে মা বাবা দু-জনেই না-থাকলে কী ক'রে চলে? তাছাড়া আমাদের সাংসারিক অবস্থাও জটিল; আরো কয়েকটা বছর না-কাটলে দু-জনে একসঙ্গে বেরোতে পারার আশা খুব কম। এবার আমি একাই ঘুরে আসি।

তোমার প্রত্যেক চিঠিতে বিষাদের সুর ব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে — বিষাদ ভালো, কিন্তু নিজের উপর যে-অনাস্থা তুমি প্রকাশ করো সেটা কিন্তু ভালো নয়। আমার চেয়ে ক্ষমতাশালী বা উন্নত চরিত্রের মানুষ আছেন, এই চেতনা কোনো নেপোলিয়ন বা গ্যেটের পক্ষেও ভালো— এটাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ, কিন্তু "আমি কিছুই পারি না"— এই ভাবটা ক্ষতিকর। অন্যকে নিজের চাইতে ভালো ব'লে ভাবলে সেই বেশি-ভালোর মতো হবার চেষ্টা জেগে ওঠে, ফলে মানুষ ধাপে-ধাপে নিজেকে অতিক্রম ক'রে যায়— কিন্তু আত্ম-অবিশ্বাস ভিতর থেকে শক্তিকে ক্ষয় ক'রে দেয়— সেটা সর্বথা পরিত্যাজ্য। নিজের বিষয়ে অতৃপ্তি যেমন ভালো, নিজের উপর বিশ্বাসও তেমনি জরুরি : আমি অল্পস্বল্প কিছু পারি আর অনেক-কিছুই পারি না— এইরকম যারা ভাবে তারাই লাভ করে বিস্তর ও পরিণতি ঐ "অনেক কিছু"র কোনো-কোনো অংশ ক্রমশ তাদের দখলে আসে। আশা করি তুমি যতটা লেখো ঠিক ততটা অনুভব করো না— লিখতে গেলে অনেক সময় আমরা কিছুটা বেশি বলে ফেলি — কিন্তু যেটুকুই অনুভব করো না, সেটা কাটিয়ে ওঠা তোমার কর্তব্য। অনেক খাটতে হবে তোমাকে — ভাবতে হবে — লিখতে হবে; সেজন্যে মনে বল চাই, চিত্তের প্রফুল্লতা চাই। পি. এইচ ডি-র দিনমজুরি তোমার উপাদেয় না-লাগবার কারণ আছে, বুঝি— কিন্তু জীবনে সবই উপাদেয় হবেই বা কেন— অরুচিকরে প্রীতিস্থাপন করা মনুষ্যত্বেরই অঙ্গ। আর তোমার এ-সব পড়াশুনো শুধু যে কম্প্যারেটিভ লিটরেচার বিভাগ বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে লাগবে তা নয়, তুমিও পাঁচ বছর পরে ভেবে দেখবে তুমি লাভবান হয়েছো। তোমার আর্থিক সমস্যার সমাধান হ'লো, স্ত্রী-কন্যাকে কাছে পাবারও বাধা নেই, এবার অনন্যমনে পি.এইচ ডি-র জন্য উদ্যত হও।

এলম্যান[৪] চ'লে গেলে নিশ্চয়ই অন্য যোগ্য অধ্যাপক তোমার কাজের পরিচালনা করবেন, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। গ্রীষ্মের চার মাস ছুটি কী-ভাবে কাটাবে কিছু স্থির করেছো? কোনো সামার-স্কুলে পড়িয়ে কিছু অতিরিক্ত উপার্জন করতে পারো না কি? নাকি তোমাকে ক্যাম্পাসেই থাকতে হবে?

তোমার নিউ ইয়র্কের সেমিনারের বিবরণ জানতে উৎসুক আছি। বাংলা উপন্যাস বিষয়ে তোমার লেখাটা আমাকে পাঠিয়ো কিন্তু।

সুধীন্দ্র দত্ত বা সৌরেন সেন[৫] তোমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, এ-রকম অদ্ভুত কথা ভাবলে কী ক'রে? চিঠি লিখতে দু-জনেরই বেজায় আলস্য — এছাড়া তাঁদের নীরবতার আর কোনো কারণ নেই। তুমি জেনো এরা সকলেই তোমাকে ভালোবাসেন — সকলেই তোমার শুভার্থী। আমার

যে-মালার্মেটা পাচ্ছি না সেটা Bradford Cook-এর অনুবাদ[৭], Johns Hopkins বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপা -- তা হয়তো উদ্ধার হবে একদিন, নয়তো রূপা কোম্পানি আনিয়ে দেবে। তুমি এ-সব ছোটো-ছোটো ব্যাপার নিয়ে বেশি ভেবো না। Symbolisme from Ode to Mallarme-এ বইটাও[৮] উধাও, তা ওটা হারালে বরং আপদ চোকে। N.Y. Times ক্রোড়পত্র থেকে পেপার ব্যাক-এর একটা তালিকা অমিয়কে করতে দিয়েছি, লাইব্রেরিতে আনিয়ে নেবো। ডস্টয়েভস্কি[৯] বিষয়ে আমাকে বই পাঠিয়েছ শুনে খুব খুশি হয়েছি— আমার একটা নতুন উপন্যাস ''নীলাঞ্জনের খাতা''[১০] চিনুর মারফৎ পেয়ে থাকবে এতদিনে। অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিলো দিল্লিতে— তখন আর তর্ক করিনি — কিন্তু আমার মতামত উনি তো ভালোই জানেন। রুমিদের পরীক্ষা আরম্ভ ১৫ই জুন— অনেক ছেলেবেলা থেকে ওকে পড়াচ্ছো তুমি— তোমার কল্যাণকামনা কোনো সময়ে ওকে জানিয়ো। কাল আমাদের নববর্ষ; এই দিনটিতে তুমি আসোনি এমন কখনো হয়নি— এবার দূর থেকে আমাদের সকলের ভালোবাসা তোমাকে জানাই। তুমি জয়ী হও, তোমার জীবন কর্মে ও আনন্দে বিকশিত হোক। রুমি তোমাকে পরে লিখবে। তোমাকে লেখা অমিয়র একটা চিঠি ফেরৎ এসেছে — শহরের নাম ভুল ছিল।

বুদ্ধদেব বসু

নবনীতার[১১] সঙ্গে কী-কী জিনিস পাঠাবে তা আগেই জানিয়েছি।

টীকা :

১. চিনু— নরেশ গুহ'র সহধর্মিনী।

২. রানু— দ্র. ৯.৩ টীকা।

৩. পাপ্পা— বুদ্ধদেব বসুর পুত্র শুদ্ধশীল বসু। ছোটগল্প সহ নানা বিষয়ে লিখতেন। 'দেশ' পত্রিকায় 'মৌলিনাথ' ছদ্মনামে 'কলকাতার হালখাতা' লিখেছেন।

৪. সুধীন্দ্র দত্ত— দ্র. ১০.৪ টীকা।

৫. এল্ম্যান— দ্র. ১০.৫ টীকা।

৬. সৌরেন সেন— নিউ থিয়েটার্সের আর্ট ডিরেক্টর ছিলেন। বুদ্ধদেবের প্রাত্যহিক বন্ধু।

৭. স্টিফেন্ মালার্মে (ব্যক্তি পরিচিতি : দ্র. ২.৪ টীকা)। মালার্মের 'Selected Prose, Poems. Essays and Letter'— Translated by : Bradford Cook। প্রকাশক : John Hopikins Press। প্রথম প্রকাশ: ১৯৫৬।

৮. 'Symbolisme from Poe to Mallarme : The Growth of a myth' by 'Joseph Chiari'। প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৬

৯. ডস্টয়েভস্কি— দ্র. ৯.১৪ টীকা।

১০. 'নীলাঞ্জনের খাতা' : প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৬০। প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স। পৃষ্ঠা : ২০০। মূল্য : চার টাকা। প্রচ্ছদ : নিতাই মল্লিক।

১১. নবনীতা— নবনীতা দেবসেন। কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার ও সমালোচক। কবিতার বই : 'প্রথম প্রত্যয়' (১৯৫৯), 'স্বাগত দেবদূত' (১৯৭৪), ইত্যাদি। উপন্যাস : 'আমি অনুপম, ঈশান' (১৯৭৮), 'স্বভূমি' (১৯৮৬), 'ঠিকানা' (১৯৯৯) প্রভৃতি। ছোটগল্প সংকলন : 'গল্প গুজব' (১৯৮২), 'রাগ-অনুরাগ ও অন্যান্য গল্প' (২০০৩) ইত্যাদি। এছাড়া অনেক ভ্রমণ কাহিনী ও নাটক লিখেছেন।

চিঠি ১২

Kavitabhavan
202 Rashbehari Avenue
Calcutta 29
২৩ ডিসেম্বর ১৯৬০

নরেশ,

বোদলেয়ারের প্রুফ[১], অন্যান্য প্রুফ, কলেজের কাজ, 'কবিতা'র সুধীন্দ্র-সংখ্যা[২]— এই সব বিবিধ ব্যস্ততার চাপে তোমাকে চিঠি লেখার আর সময় পাই না। এমনি ক'রে আমাদের যাত্রার দিন এসে গেলো। আমরা কলকাতা থেকে ছাড়বো দশুই জানুয়ারি; রেঙ্গুন হংকং জাপান হনলুলু হ'য়ে নিউ ইয়র্কে নামবো সাতাশে। সান ফ্রানসিস্কো থেকে যে-প্লেন আমাদের নিউ ইয়র্কে নিয়ে আসবে, সেটা পথে আর কোথাও থামবে না — নয়তো শিকাগোতে কয়েক দণ্ড তোমাদের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা ছিল। সময়ের অভাব, তাই ধীরগামী প্লেন নেবারও উপায় নেই। তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে মার্চ মাসে শিকাগোতে ডিমক্[৩]-এর আয়োজিত সভায়; — সেই সপ্তাহটা বাসন্তী ছুটি প'ড়ে গেছে, তাই তোমাদের এভান্স্টনের সংসার দেখে আসারও সুযোগ মিলবে। আর যদি তোমরা ফেব্রুয়ারি মাসে একবার নিউ ইয়র্কে বেড়াতে আসো, তাহ'লে আগেই দেখা হ'য়ে যায়, খুব ভালো হয়। সোম, মঙ্গল, বুধ— সপ্তাহের এই তিনদিন নিউ ইয়র্কে আমার ক্লাশ থাকবে— বাকি ক-দিন মাঝে-মাঝে ঘুরে বেড়াবো ভাবছি, যতটা সাধ্যে কুলোয়। যে-রকম গতিক দেখছি, খুব দ্রুত সময় কেটে যাবে মনে হচ্ছে।

এখানকার একটা ভালো খবর এই যে রুমি ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন-এর একটা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ পেয়েছে, মাসিক একশো টাকা তার মূল্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে— অন্তত আর্টস্ শাখায়, এই সর্বভারতীয় বৃত্তিলাভ বোধহয় এই প্রথম। আমি তিন কারণে খুশি— প্রথমত রুমির জন্য, দ্বিতীয়ত কম্পারেটিভ লিটরেচারের জন্য, তৃতীয়ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য। ঘরে-বাইরে লাঞ্ছনা সত্ত্বেও আমাদের এই বিভাগ অকালমৃত্যুর লক্ষণ দেখাচ্ছে না, এ-কথা ভেবে মাঝে-মাঝে তৃপ্তি অনুভব করি।

ইতিমধ্যে তোমার পাঠানো আন্ডারওয়্যার আর কালি এসে পৌঁচেছে— খুব খুশি হয়েছি। আমার জন্য মালরোর নতুন বইটা কিনে রেখেছো— সেটাও খুব আনন্দের কথা, কিন্তু তোমার এতগুলো খরচের কারণ হওয়াতে বিব্রত বোধ করছি। বইটা আমি এখানেই কিনে নেব ভেবেছিলাম, বিলেতি এডিশন কিছু শস্তাও হ'তো— কিন্তু তোমার চিঠি পাবার পর সেদিকে আর এগোইনি।

চিনুর[৪] স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে এটা চমৎকার খবর; আশা করি কন্যাও[৫] আনন্দে কালাতিপাতও করছেন। এখন আমাদের পাড়ায় শান্তিনিকেতনের হুজুক চলছে; আজ ভোরে পাপ্পা[৬] চ'লে গেল, কাল ভোরে আর-এক দল যাত্রা করবে, এই রকম জনরব শুনেছি। দীপক মজুমদার[৭] শ্রীনিকেতনে চাকরি করছে, জানো তো।

বুদ্ধদেব বসু

আমার আমেরিকার ঠিকানা —
C/o. Division of General Education
New York University, Washington Square
New York City 3

টীকা :

১. বোদলেয়ারের প্রুফ— এই চিঠি লেখার (২৩ ডিসেম্বর ১৯৬০) কয়েকদিন পরই, পরবর্তী বছরে প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদে 'শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা' (প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি

১৯৬১, প্রকাশক : নাভানা) বইটি। এই বইটির প্রুফের কথাই উল্লেখিত হয়েছে।

২. 'কবিতা'র সুধীন্দ্র সংখ্যা— 'কবিতা' পত্রিকার, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তর স্মৃতি সংখ্যার (বর্ষ ২৫, সংখ্যা ১-২, আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭) কথা এখানে উল্লেখিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসু ১৯৬০ সালে (২৮ জুন) আরও একটি চিঠিতে নরেশ গুহকে লিখেছিলেন : 'গত ২৫ জুন শনিবার অতি প্রত্যুষে অকস্মাৎ সুধীন্দ্র দত্তের মৃত্যু হয়েছে। আমরা যখন টেলিফোনে খবর পেলাম তখনো ভালো করে ভোর হয়নি... শোকের দিনে শোক করবো না, এমন কোনো অহঙ্কার আমার নেই। আর এমন পবিত্র শোকের অবকাশ ক-বারই বা আসে জীবনে'।

৩. ডিমক্— দ্র. ১০.৭ টীকা।

৪. চিনু— দ্র. ১১.১ টীকা।

৫. নরেশ গুহর কন্যা সুচরিতা ভট্টাচার্য।

৬. পাপ্পা— দ্র. ১১.৩ টীকা।

৭. দীপক মজুমদার (১৯৩৪-১৯৯৩)— 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (১৯৫৩) যে তিনজন সম্পাদক ছিলেন তাঁদের একজন। রাজনীতির জন্য কারাবরণ করেছেন। জীবনযাপনে বহেমিয়ান। নানা দেশ ঘুরেছেন। গ্রন্থ : 'কলকাতা থেকে কনস্তানতিনোপল', 'ছুটি', 'বেদনার কুকুর ও অমল' (নাটক) ইত্যাদি।

টীকা : জিৎ মুখোপাধ্যায়।

ঋণ : অর্চনা গুহ। প্রভাতকুমার দাস। শুভাশিস চক্রবর্তী।

চিঠিগুলিতে পুরোনো বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।